সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ভ্রমর সঙ্গীত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে উদ্ধব কিভাবে গোপীগণকে ভগবানের বার্তা প্রদান করে তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের পর মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আকর্ষণীয় কুণ্ডল ও পীতবসন পরিহিত কমলনয়ন উদ্ধবকে ব্রজগোপিকাগণ যখন দেখলেন, তখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এতখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁরা আশ্চর্য হয়েছিলেন। "কে এ?" তাঁরা এমন ভাবতে ভাবতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। যখন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাঁকে প্রেরণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে এলেন, যেখানে তিনি তাঁদের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারবেন।

গোপীগণ এরপর ইতিপূর্বে কৃষ্ণসঙ্গ উপভোগের লীলাগুলি স্মরণ করতে লাগলেন এবং সকল লোক-মর্যাদা ও লজ্জা সরিয়ে রেখে তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিলেন। একজন গোপী যখন গভীরভাবে কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি ভ্রমরকে দেখতে পেলেন। ভ্রমরটিকে কৃষ্ণের দূত কল্পনা করে তিনি বললেন, "ভ্রমর যেমন বিভিন্ন ফুলে ভ্রমণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্রজ-যুবতীদের পরিত্যাগ করে অন্য রমণীদের অনুরাগ বর্ধন করছেন।" এইভাবে সেই গোপীটি নিজের দুর্ভাগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী অনুরাগীদের সৌভাগ্যের বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বর্ণনা করতে করতে একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।

আবার কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠিত ব্রজের যুবতীদের উদ্ধব সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। উদ্ধব বর্ণনা করলেন, "সাধারণ মানুষদের যখন ভগবান কৃষ্ণের দাস হওয়ার যোগ্যতা লাভের জন্য অনেক পুণ্যকর্ম করতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা সরল গোপীগণ অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, ভগবান আপনাদের তাঁর সর্বোত্তম শুদ্ধ-ভক্তির স্তরে অনুগ্রহ করেছেন।" উদ্ধব এরপর তাঁদের কাছে ভগবানের বার্তা প্রদান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে উদ্ধব বললেন, " 'আমিই পরমাত্মা ও সকলের পরম আশ্রয়। আমার শক্তিসমূহ দ্বারা আমি মহাজগতের সৃষ্টি, পালন ও লয় করে থাকি। হে গোপীগণ, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের অতি প্রিয়, কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করার জন্য এবং তোমাদের আমার স্মরণ আরও তীব্র করার

জন্য, আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি। যখন কোন নারীর প্রিয়তম দূরদেশে অবস্থান করে, শেষ পর্যন্ত সে তার প্রতিই তার মনকে অনবরত নিবিষ্ট করে। অবিরাম আমাকে স্মরণ করার দ্বারা তোমরা অনতিবিলম্বে নিশ্চিতরূপে আবার আমার সঙ্গ লাভ করবে।" '

তখন গোপীরা উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই কংস এখন মৃত, কৃষ্ণ এখন তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং মথুরার রমণীদের সঙ্গ উপভোগ করতে পারছেন, তিনি এখন সুখী তো? তিনি কি এখনও আমাদের সঙ্গে তাঁর সকল-লীলার কথা স্মরণ করেন, যেমন রাস নৃত্যের কথা? গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত বনকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ যেমন আবার প্রাণবন্ত করে, শ্রীকৃষ্ণও কি তেমনি আরেকবার আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দ দেবেন? যদিও আমরা জানি যে, বৈরাগ্য থেকেই সর্বোত্তম সুখ লাভ হয়, তবুও আমরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করতে পারছি না, কারণ সমগ্র ব্রজভূমিজুড়ে তাঁর পদচিহ্নগুলি আজও রয়েছে, আর সেগুলি তাঁর কৃপাশীল গমনভঙ্গী, উদার হাস্য ও বিনম্র বচনের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সমস্ত কিছুর দ্বারাই আমাদের মন অপহৃত হয়ে রয়েছে।"

এই বলে গোপীরা উচ্চঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে কীর্তন করতে লাগলেন, "হে গোবিন্দ, দয়া করে এসে আমাদের সকল দুঃখের বিনাশ কর।" উদ্ধব তখন তাঁদের সন্তাপ হরণ করার মতো বাক্যে গোপীদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন এবং গোপীগণও তাঁকে অভিন্ন কৃষ্ণ-জ্ঞানে পূজা করলেন।

ব্রজের অধিবাসীদের বিভিন্নভাবে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়ে আনন্দ প্রদানের জন্য উদ্ধব ব্রজমণ্ডলে কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন। ভগবানের জন্য গোপীগণের প্রেমের আকুলতা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের পর্যায়ে উপনীত হয়ে এই সব গোপীরা তাঁদের জীবন সার্থক করেছেন। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মাও তাঁদের থেকে নিকৃষ্ট। গোপীরা রাসলীলার সময়ে কৃষ্ণের বলশালী দুই বাহু দিয়ে তাঁদের কণ্ঠ আলিঙ্গনের মাধ্যমে যে-কৃপা লাভ করেছিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, যিনি সর্বদা কৃষ্ণের বক্ষে বাস করেন, তিনিও গোপীদের মতো সেই কৃপা লাভ করেননি। তা হলে অন্যান্য রমণীদের কথা আর কি বলার আছে! নিঃসন্দেহে, গোপীদের পাদপদ্মের ধূলির স্পর্শে কোনও লতাগুল্ম হয়েও আমার জন্ম হলে আমি নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে করব।"

অবশেষে, উদ্ধব মথুরায় ফিরে যাওয়ার জন্য নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নন্দ মহারাজ তাঁকে নানা উপহারাদি প্রদান করে সর্বদা কৃষ্ণকে স্মরণ করার মতো সামর্থ্য উদ্ধবের কাছে প্রার্থনা করলেন।

মথুরায় ফিরে এসে উদ্ধব, বলরাম, কৃষ্ণ এবং উগ্রসেনকে নন্দ মহারাজ প্রেরিত উপহারসামগ্রী অর্পণ করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর ব্রজের অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্ ।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্-
মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ১ ॥
সুবিস্মিতাঃ কোঽয়মপীব্যদর্শনঃ
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ ।
ইতি স্ম সর্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকাস্
তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণ-অনুচরম্**—ভগবান কৃষ্ণের অনুচর (উদ্ধব); **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের রমণীগণ; **প্রলম্ব**—আজানুলম্বিত; **বাহুম্**—যাঁর বাহুদ্বয়; **নব**—নবীন; **কঞ্জ**—পদ্মের মতো; **লোচনম্**—যাঁর চক্ষুদ্বয়; **পীত**—হলুদ; **অম্বরম্**—বস্ত্র পরিধান করে; **পুষ্কর**—পদ্মসমূহের; **মালিনম্**—মাল্য পরিধান করে; **লসৎ**—দেদীপ্যমান; **মুখ**—মুখ; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **পরিমৃষ্ট**—পরিমার্জিত; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল; **সু-বিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন; **কঃ**—কে; **অয়ম্**—এই; **অপীব্য**—সুন্দর; **দর্শনঃ**—দর্শন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **চ**—এবং; **কস্য**—কার; **অচ্যুত**—কৃষ্ণের; **বেষ**—পোশাক পরিধান করে; **ভূষণঃ**—এবং অলঙ্কারাদি; **ইতি**—এইভাবে বলে; **স্ম**—বস্তুত; **সর্বাঃ**—তাঁদের সকলে; **পরিবব্রুঃ**—পরিবেষ্টন করলেন; **উৎসুকাঃ**—আগ্রহ; **তম্**—তাঁকে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের, যিনি শ্রেষ্ঠ কবিতা দ্বারা প্রশংসিত; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম দ্বারা; **আশ্রয়ম্**—যে আশ্রিত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রজের যুবতীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন, যাঁর দুটি বাহু দীর্ঘ, যাঁর নয়নদুটি প্রস্ফুটিত নবীন পদ্মের মতো, যিনি পীত বসন এবং একটি পদ্মফুলের মালা পরিধান করেছেন এবং যাঁর

পদ্মের মতো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্জিত দুই কুণ্ডলের দ্বারা। "কে এই সুদর্শন পুরুষ?" গোপীরা প্রশ্ন করলেন। "সে কোথা থেকে এসেছে এবং সে কার সেবা করে? সে কৃষ্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ধারণ করেছে!" এই কথা বলতে বলতে গোপীরা আগ্রহভরে ভগবান উত্তমশ্লোক, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যাঁর আশ্রয়, সেই উদ্ধবের চতুর্দিকে ভিড় করলেন।

শ্লোক' ৩

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে, উদ্ধবকে; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়ের সঙ্গে; **অবনতাঃ**—অবনত হয়ে (গোপীরা); **সু**—যথাযথভাবে; **সৎ-কৃতম্**—সম্মানিত করে; **সব্রীড়**—লজ্জার সঙ্গে; **হাস**—এবং হাস্য; **ঈক্ষণ**—তাঁদের দৃষ্টিপাত করে; **সুনৃত**—মধুর বচন; **আদিভিঃ**—এবং আরও; **রহসি**—একটি নির্জন স্থানে; **অপৃচ্ছন্**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন; **উপবিষ্টম্**—উপবিষ্ট; **আসনে**—আসনে; **বিজ্ঞায়**—তাঁকে জানতে পেরে; **সন্দেশ-হরম্**—বার্তাবহ; **রমা-পতেঃ**—লক্ষ্মীদেবীর পতির।

অনুবাদ

সবিনয়ে তাঁদের মস্তক অবনত করে, তাঁদের লজ্জা, সহাস্য দৃষ্টিপাত এবং মধুর বচনে গোপীরা উদ্ধবকে সম্মান জানালেন। তাঁকে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণের বার্তাবহরূপে চিনতে পেরে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে তাঁরা নিয়ে গেলেন, তাঁকে সুখাসনে উপবেশন করালেন এবং জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কাছ থেকে বার্তাবহ এসেছে দেখে পবিত্র গোপীরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে উদ্ধবের দৃষ্টিগোচর হবে—অতুলনীয় গোপীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না।

শ্লোক ৪

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্ ।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৪ ॥

জ্ঞানীমঃ—আমরা জানি; **ত্বাম্**—আপনি; **যদু-পতেঃ**—যদুপতির; **পার্ষদম্**—পার্ষদ; **সমুপাগতম্**—এখানে উপস্থিত হয়েছেন; **ভর্ত্রা**—আপনার প্রভুর দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতার; **ভবান্**—আপনাকে; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের জন্য।

অনুবাদ

[গোপীগণ বললেন—] আমরা জানি, আপনি যদুপতি কৃষ্ণের একান্ত সেবক এবং আপনার প্রভুর নির্দেশে আপনি এখানে এসেছেন, যিনি তাঁর পিতা-মাতাকে সন্তোষ প্রদান করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ৫

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে ।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥ ৫ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **গো-ব্রজে**—গোচারণ ভূমিতে; **তস্য**—তাঁর জন্য; **স্মরণীয়ম্**—স্মরণীয়; **ন চক্ষ্মহে**—আমরা দর্শন করি না; **স্নেহ**—স্নেহের; **অনুবন্ধঃ**—আসক্তি; **বন্ধূনাম্**—স্বজনগণের; **মুনেঃ**—কোনও মুনির পক্ষে; **অপি**—ও; **সু-দুস্ত্যজঃ**—পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

এ ছাড়া ব্রজের এই সমস্ত গোচারণভূমির কোনকিছুই তিনি স্মরণযোগ্য বিবেচনা করেন বলে আমরা মনে করি না। বাস্তবিকই, কোনও মুনিঋষির পক্ষেও পরিবারের সদস্যদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন।

শ্লোক ৬

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্ ।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্যেষু—অন্যের প্রতি; **অর্থ**—কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য; **কৃতা**—করা; **মৈত্রী**—বন্ধুত্ব; **যাবৎ**—যতক্ষণের জন্য; **অর্থ**—(কেউ পূর্ণ করছে তার) স্বার্থ; **বিড়ম্বনম্**—ভান; **পুম্ভিঃ**—পুরুষ দ্বারা; **স্ত্রীষু**—নারীর জন্য; **কৃতা**—প্রদর্শিত; **যদ্বৎ**—যতটা; **সুমনঃসু**—ফুলের জন্য; **ইব**—যেমন; **ষট্-পদৈঃ**—ভ্রমরের দ্বারা।

অনুবাদ

পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন ব্যক্তিগত স্বার্থে চালিত হয়, এবং স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এ রকম বন্ধুত্ব নারীর প্রতি পুরুষের বা ফুলের প্রতি ভ্রমরের আসক্তির মতো।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন যে, আকর্ষণীয় নারী, ফুলের মতো, সৌন্দর্য, সৌরভ, নম্রতা ও মাধুর্য প্রভৃতির অধিকারী। আর ভ্রমর যেমন একবার একটি ফুলের মধু পান করে এবং তারপর অন্য আরেকটির জন্য সেটি ত্যাগ করে, অস্থির পুরুষেরা অন্যান্য সুখের অনুগমন করার জন্য সুন্দরী ও অনুরক্ত নারীদের পরিত্যাগ করে। এই প্রবণতাকে গোপীরা, যাঁরা কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হৃদয় অর্পণ করেছেন, তাঁরা নিন্দা করছেন। গোপীরা কেবলমাত্র ভগবান কৃষ্ণের আনন্দের জন্য তাঁদের মাধুর্য প্রদর্শন করতে চান এবং বিরহের বেদনায় তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের সখ্যতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা প্রশ্ন করছেন।

এই সমস্ত কিছুই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান কৃষ্ণ এবং গোপীরা উভয়েই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী বিষয়ে নিয়োজিত সম্পূর্ণ মুক্ত আত্মা। পক্ষান্তরে, আমাদের জড়জাগতিক প্রেমের বিষয়গুলি, চিন্ময় জগতের শুদ্ধ প্রেমময়ী সম্পর্কের বিকৃত প্রতিফলনেরই মতো, সেগুলি কাম, লালসা, অহংকার প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত। সকল মুক্ত আত্মার মতো গোপীগণ—এবং নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—এই সমস্ত নিম্ন গুণাবলী থেকে নিত্য মুক্ত এবং তাঁদের গভীর প্রেমময়ী বিষয় কেবলমাত্র অবিমিশ্র ভক্তির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ ।
অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৭ ॥

নিঃস্বম্—নিঃস্ব; **ত্যজন্তি**—পরিত্যাগ করে; **গণিকাঃ**—বেশ্যাগণ; **অকল্পম্**—অযোগ্য; **নৃ-পতিম্**—রাজা; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **অধীত-বিদ্যাঃ**—যারা তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে; **আচার্যম্**—আচার্যকে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **দত্ত**—(যজ্ঞকারী) যিনি প্রদান করছেন; **দক্ষিণম্**—তাঁদের দক্ষিণা।

অনুবাদ

নির্ধন মানুষকে গণিকারা পরিত্যাগ করে, অযোগ্য রাজাকে প্রজারা পরিত্যাগ করে, শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে পরিত্যাগ করে এবং যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা প্রদানকারীকে পুরোহিতেরা পরিত্যাগ করে থাকে।

শ্লোক ৮

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্ ।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

খগাঃ—পাখিরা; বীত—শূন্য; ফলম্—ফল; বৃক্ষম্—বৃক্ষ; ভুক্ত্বা—ভোজন করে; চ—এবং; অতিথয়ঃ—অতিথিগণ; গৃহম্—গৃহ; দগ্ধম্—দগ্ধ; মৃগাঃ—প্রাণীরা; তথা—তেমনই; অরণ্যম্—অরণ্য; জারাঃ—উপপতিগণ; ভুক্ত্বা—ভোগ করে; রতাম্—আসক্ত; স্ত্রিয়ম্—রমণীকে।

অনুবাদ

একটি গাছের ফল শেষ হয়ে গেলে পাখিরা সেটি পরিত্যাগ করে, ভোজন করার পর অতিথিরা গৃহ পরিত্যাগ করে, দগ্ধ অরণ্যকে প্রাণীরা পরিত্যাগ করে এবং প্রেমিকের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তার উপভোগ্যা রমণীকে প্রেমিক পরিত্যাগ করে।

শ্লোক ৯-১০

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ ।
কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; গোপ্যঃ—গোপীরা; হি—বস্তুত; গোবিন্দে—গোবিন্দ বিষয়ে; গত—কেন্দ্র করে; বাক্—তাঁদের বাক্য; কায়—দেহসমূহ; মানসাঃ—এবং মন; কৃষ্ণ-দূতে—কৃষ্ণের দূত; সমায়াতে—সমাগত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলে; উদ্ধবে—উদ্ধব; ত্যক্ত—ত্যক্ত; লৌকিকাঃ—জাগতিক বিষয়সমূহ; গায়ন্ত্যঃ—গান করতে করতে; প্রিয়—তাঁদের প্রিয়তমের; কর্মাণি—কার্যকলাপ সম্বন্ধে; রুদন্ত্যঃ—রোদন করতে করতে; চ—এবং; গত-হ্রিয়ঃ—সমস্ত লজ্জা ভুলে; তস্য—তাঁর; সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য—বারে বারে গভীরভাবে স্মরণ করতে করতে; যানি—যে; কৈশোর—কৈশোর; বাল্যয়োঃ—এবং শৈশবকালীন।

অনুবাদ

এইভাবে বলতে বলতে, ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণা গোপীরা তাঁদের সমস্ত দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম সরিয়ে রাখলেন, যেহেতু এখন সেই কৃষ্ণেরই দূত শ্রীউদ্ধব তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁর শৈশবে ও কৈশোরে যেসব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেইগুলি তাঁরা অনবরত স্মরণ করে লজ্জাশরম ছেড়ে তাই নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কাঁদতে থাকলেন।

তাৎপর্য

বাল্যয়োঃ শব্দটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, গোপীরা তাঁদের শৈশব থেকেই সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তাই সামাজিক প্রথা মতো তাঁদের প্রেম অন্যের কাছে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকলেও, গোপীরা সকল বাহ্য বিবেচনা বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণের দূত উদ্ধবের সামনে প্রকাশ্যে কেঁদেছিলেন।

শ্লোক ১১

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্ ।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

কাচিৎ—কোন একজন (গোপীগণের মধ্যে); **মধু-করম্**—একটি ভ্রমর; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ধ্যায়ন্তী**—যখন ধ্যান করছিলেন; **কৃষ্ণ-সঙ্গমম্**—কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ বিষয়ে; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তম দ্বারা; **প্রস্থাপিতম্**—প্রেরিত; **দূতম্**—দূত; **কল্পয়িত্বা**—কল্পনা করে তাকে; **ইদম্**—এইভাবে; **অব্রবীৎ**—বললেন।

অনুবাদ

গোপীদের মধ্যে একজন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্বে-কৃত সঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি ভ্রমরকে দেখতে পেলেন এবং সেই ভ্রমরটিকে তাঁর প্রিয়তমের পাঠানো দূত বলে মনে করলেন। তাই তিনি তাকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণীকে *কাচিৎ* অর্থাৎ 'কোন একজন গোপী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশেষ গোপী যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী রাধারাণী, সেটি প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী *অগ্নি পুরাণ* থেকে নিম্নের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করছেন—

গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুর্ ঊষসি কৃষ্ণানুচরম্ উদ্ধবম্ ।
হরিলীলাবিহারাংস্ চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা ॥
রাধা তদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা ।
সখীভিঃ সাভ্যধাৎ শুদ্ধবিজ্ঞানগুণজৃম্ভিতম্ ॥
ইজ্যাস্তে-বাসিনাং বেদচরমাংশবিভাবনৈঃ ।

"প্রভাতে গোপীরা কৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবের কাছে ভগবানের লীলাসমূহ ও বিনোদন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনায় নিমজ্জিত শ্রীমতী রাধারাণী কোনও কথায় অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তখন বৃন্দাবন গ্রামের

অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত রাধা, তাঁর সখীবৃন্দের মাঝে কথা বললেন। তাঁর কথাগুলি ছিল শুদ্ধ-চিন্ময় জ্ঞানপূর্ণ এবং তা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছিল।"

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*—"সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য"। কৃষ্ণকে অবগত হওয়া মানে কৃষ্ণকে ভালবাসা এবং এইভাবে রাধারাণী তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ও বাক্য দ্বারা ভগবানের প্রতি তাঁর পরম প্রেম প্রকাশ করলেন।

অগ্নি পুরাণ থেকে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে শ্রীল জীব গোস্বামী *নৃসিংহ তাপনী উপনিষদ* (পূর্বখণ্ড ২/৪) থেকেও এই উদ্ধৃতিটি প্রদান করছেন—*যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ*—"সকল দেবতা এবং ব্রহ্ম-বাদীরা যাঁরা মুক্তি কামনা করেন, তাঁরা ভগবানের প্রতি প্রণত হন।" সেই অভীষ্ট লাভের পথ অনুসরণ করাই আমাদের উচিত।

শ্লোক ১২

গোপ্যুবাচ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১২ ॥

গোপী উবাচ—সেই গোপী বললেন; **মধুপ**—হে ভ্রমর; **কিতব**—ধূর্তের; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **মা স্পৃশ**—স্পর্শ কর না; **অঙ্ঘ্রিম্**—পাদদ্বয়; **সপত্ন্যাঃ**—আমাদের প্রতিপক্ষ প্রেমিকার; **কুচ**—স্তন; **বিলুলিত**—পতিত; **মালা**—মালা হতে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **শ্মশ্রুভিঃ**—শ্মশ্রুতে; **নঃ**—আমাদের; **বহতু**—তাঁকে নিয়ে দাও; **মধু-পতিঃ**—মধু বংশের অধীশ্বর; **তৎ**—তাঁর; **মানিনীনাম্**—রমণীগণের প্রতি; **প্রসাদম্**—কৃপা বা অনুগ্রহ; **যদু-সদসি**—যদুগণের রাজসভায়; **বিড়ম্ব্যম্**—উপহাসের বিষয়; **যস্য**—যার; **দূতঃ**—বার্তাবহ; **ত্বম্**—তুমি; **ঈদৃক্**—এইরূপ।

অনুবাদ

সেই গোপী বললেন—হে ভ্রমর, হে ধূর্তোবন্ধু, তোমার সেই কুঙ্কুম বিলেপিত শ্মশ্রু দ্বারা আমার পাদদ্বয় স্পর্শ কোর না, যা এক বিপক্ষ প্রেমিকার কুচযুগল দ্বারা কৃষ্ণের মালায় ঘর্ষিত হয়েছিল। কৃষ্ণ মথুরার রমণীগণের সন্তোষ বিধান করুন। যিনি তোমার মতো এক দূতকে প্রেরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যাদব সভায় উপহাসাস্পদ হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী যাকে কৃষ্ণের দূত রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ভ্রমরকে ভর্ৎসনা করে তিনি পরোক্ষে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি ভ্রমরকে *মধুপ* অর্থাৎ (ফুল থেকে) 'যে মধু পান করে' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণকে *মধু-পতি* রূপে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোক প্রেয়সী কথিত দশ ধরনের আবেগ-প্রবণ কথার উদাহরণ প্রদান করে। এই শ্লোকটি *প্রজল্পের* গুণাবলী বর্ণনা করছে, ঠিক যেভাবে তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থের (১৪/১৮২) নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে—

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া ।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্‌গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্যতে ॥

"*প্রজল্প* হচ্ছে অশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি সহ কথা যা কারো প্রেমিকার অতিসরলতাকে কলঙ্কিত করে। অসূয়া, ঈর্ষা এবং অহংভাবে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *কিতব বন্ধো* শব্দটি অসূয়া প্রকাশ করছে; *সপত্ন্যাঃ* থেকে *নঃ* পর্যন্ত বাক্যাংশটি ঈর্ষা প্রকাশ করছে; *মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিম্* বাক্যাংশটি অহং প্রকাশ করছে; এবং *বহতু* থেকে *প্রসাদম্* বাক্যটি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে, যখন *যদু-সদসি* থেকে শ্লোক শেষ হওয়া পর্যন্ত বাক্যটি রাধারাণীর প্রতি কৃষ্ণের অতিসরল ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করছে।

শ্লোক ১৩

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্ ।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥ ১৩ ॥

সকৃৎ—একবার; **অধর**—অধরের; **সুধাম্**—সুধা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **মোহিনীম্**—মোহিনী; **পায়য়িত্বা**—পান করিয়ে; **সুমনসঃ**—ফুলেদের; **ইব**—মতো; **সদ্যঃ**—সহসা; **তত্যজে**—তিনি পরিত্যাগ করেছেন; **অস্মান্**—আমাদের; **ভবাদৃক্**—তোমার মতো; **পরিচরতি**—সেবা করছে; **কথম্**—কেন; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-পদ্মম্**—চরণ-কমল; **নু**—আমি বিস্মিত হচ্ছি; **পদ্মা**—লক্ষ্মী, ভাগ্যদেবী; **হি অপি**—বস্তুত কারণ; **বত**—অহো; **হৃত**—অপহৃত হয়েছে; **চেতাঃ**—তাঁর মন; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—কৃষ্ণের; **জল্পৈঃ**—মিথ্যা বচন দ্বারা।

অনুবাদ

একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধর সুধা আমাদের পান করাবার পর, কৃষ্ণ সহসা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন তুমি কিছু ফুলেদের পরিত্যাগ কর। তা হলে, কিভাবে সেই দেবী পদ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর পাদপদ্মের সেবা করছে? হায়! উত্তরটি নিশ্চয়ই এই হবে যে, তার মন তাঁর প্রবঞ্চনাপূর্ণ বচন দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণী ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর দুঃখের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী যে অনবরত তাঁর পাদপদ্মে একান্তভাবে নিয়োজিত হয়ে রয়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তিনি কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীমতী রাধারাণীর এই কথা *শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৮৪) তে বর্ণিত *পরিজল্পকে* বর্ণনা করছে—

প্রভো নির্দয়তাশাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ ।
স্ব-বিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্ ॥

'*পরিজল্প* হচ্ছে সেই কথা যা, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে কারও ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা, ছলনা, অনির্ভরযোগ্যতা প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারা তার আপন চতুরতা প্রদর্শন করে।'

শ্লোক ১৪

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনাম্
অধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১৪ ॥

কিম্—কেন; **ইহ**—এখানে; **বহু**—বহু; **ষট্-অঙ্ঘ্রে**—হে ভ্রমর (ছয়টি পা বিশিষ্ট); **গায়সি**—গান করছ; **ত্বম্**—তুমি; **যদূনাম্**—যদুগণের; **অধিপতিম্**—প্রভুর বিষয়ে; **অগৃহাণাম্**—গৃহহীন; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **নঃ**—আমাদের; **পুরাণম্**—পুরাতন; **বিজয়**—অর্জুনের; **সখ**—বন্ধুর; **সখীনাম্**—সখীগণের জন্য; **গীয়তাম্**—গান করা উচিত; **তৎ**—তাঁর; **প্রসঙ্গঃ**—প্রসঙ্গ; **ক্ষপিত**—উপশম হয়েছে; **কুচ**—যাঁর স্তনের; **রুজঃ**—পীড়া; **তে**—তাঁরা; **কল্পয়ন্তি**—প্রদান করবে; **ইষ্টম্**—তোমার অভীষ্ট; **ইষ্টাঃ**—তাঁর প্রিয়াগণ।

অনুবাদ

হে ভ্রমর, কেন তুমি এখানে গৃহহীন মানুষদের সামনে যদুপতি সম্বন্ধে এত গান করছ? এই সকল প্রসঙ্গ আমাদের কাছে পুরাতন সংবাদ। ভাল হয়, তুমি তাঁর নতুন সখীগণের সামনে সেই অর্জুন-বান্ধব বিষয়ে গান কর, যাদের স্তনদ্বয়ের উত্তপ্ত বাসনার এখন তিনি উপশম করছেন। সেই সমস্ত রমণীগণ নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট তোমাকে প্রদান করবে।

তাৎপর্য

অগৃহাণামগ্রতো নঃ কথাটির দ্বারা রাধারাণী বিলাপ করছেন যে, তিনি এবং অন্যান্য গোপীরা দাম্পত্য সম্পর্কে কৃষ্ণকে ভালোবেসে তাঁদের গৃহ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও ভগবান তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন এবং যদুগণের মহা রাজকীয় নগরীর রাজা হয়েছেন। *বিজয়* শব্দটির 'অর্জুন' অর্থ ছাড়াও তা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করে, যিনি তাঁর প্রচেষ্টায় সকল সময়েই বিজয়ী এবং *পুরাণম্* শব্দটির অর্থ 'পুরাতন (সংবাদ)' ছাড়াও তা নির্দেশ করছে যে, পৌরাণিক বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ঐ নামেই বন্দনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে আমরা রাধারাণীর ভাবে সক্রোধ ঈর্ষার বীজ লক্ষ্য করি, যা কৃষ্ণের উদ্দেশে বক্র দৃষ্টিপাত সহ এক স্পষ্ট তাচ্ছিল্য থেকে উদ্ভূত। তাই এই শ্লোকটি *উজ্জ্বল-নীলমণির* (১৪/১৮৬) *বিজল্পের* নিম্নোক্ত বর্ণনার সঙ্গে উপযুক্ত।

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া ।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ ॥

"বিদ্বান তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে *বিজল্প* হচ্ছে বক্র কথা যা অঘের হত্যাকারীর উদ্দেশে বলা হয়েছিল এবং যা একই সময়ে কারো ক্রুদ্ধ অহমিকার পরোক্ষ উল্লেখের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ঈর্ষা প্রকাশ করে"।

শ্লোক ১৫

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

দিবি—স্বর্গে; **ভুবি**—মর্ত্যে; **চ**—এবং; **রসায়াম্**—পাতালে; **কাঃ**—কি; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণী; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **দুরাপাঃ**—দুষ্প্রাপ্য; **কপট**—কপট; **রুচির**—মধুর; **হাস**—হাস্য সহ;

ভ্রূ—যার ভ্রূ; **বিজৃম্ভস্য**—বাঁকানো; **যাঃ**—যে; **স্যুঃ**—করে থাকেন; **চরণ**—পাদদ্বয়ের; **রজঃ**—ধূলি; **উপাস্তে**—উপাসনা করেন; **যস্য**—যাঁর; **ভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবী, ভগবান নারায়ণের পত্নী; **বয়ম্**—আমরা; **কা**—কে; **অপি চ**—তৎসত্ত্বেও; **কৃপণ-পক্ষে**—কৃপণগণই; **হি**—বস্তুত; **উত্তমঃ-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম বিনীত প্রার্থনা দ্বারা স্তুত হয়ে থাকেন; **শব্দঃ**—নাম।

অনুবাদ

স্বর্গ, মর্ত্য, কিম্বা পাতালের, কোন্ রমণী তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য? তিনি কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূ বাঁকান এবং কপট মধুরতায় হাস্য করেন, আর তারা সকলে তাঁর হয়ে যায়। পরমেশ্বরী স্বয়ং তাঁর চরণদ্বয়ের ধূলির উপাসনা করেন, সেই তুলনায় আমাদের স্থানটি কোথায়? কিন্তু যারা দীনজন, তারা অন্তত তাঁর উত্তমশ্লোক নাম কীর্তন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, রাধারাণীর বাক্য, হতাশ প্রিয়তমার সকল অনুভূতিই প্রকাশ করতে করতে, এমন কি লক্ষ্মীদেবীকেও অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের গভীরতা নির্দেশ করছিলেন। যখন সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ভাব ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই শ্রীমতী রাধারাণী বিশেষভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর অবহেলিত অবস্থায় রাধারাণী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'আপনাকে সকলে উত্তমশ্লোক বলে, কারণ আপনি দীন ও পতিত জনের প্রতি কৃপাশীল, কিন্তু আপনি যদি আমার প্রতি কৃপাশীল হতেন, তা হলেই প্রকৃতপক্ষে আপনি এই উন্নত নামের যোগ্য হতেন'।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, এই শ্লোকে, শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর অসূয়াজাত অহংকার ব্যক্ত করেছেন, কৃষ্ণকে কপট বলে দায়ী করেছেন এবং তাঁর ব্যবহারের মধ্যে দোষ পেয়েছেন। *উজ্জ্বল-নীলমণির* (১৪/১৮৮) নিম্নোক্ত শ্লোকের বর্ণনা অনুযায়ী তাই এই শ্লোকের বিষয়গত বক্তব্য *উজ্জল্প* রূপে পরিচিত—

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্বগর্ভিতযের্ষ্যয়া ।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥

"সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর ঈর্ষাগত বাক্যের সঙ্গে অসূয়াজাত অহংকারের ভাবে ভগবান হরির ছলনাজনক প্রকৃতি ঘোষণাকে জ্ঞানীগণ *উজ্জল্প* রূপে অভিহিত করেন"।

শ্লোক ১৬

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈর্
অনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

বিসৃজ—পরিত্যাগ কর; **শিরসি**—তোমার শিরে ধারণ করা; **পাদম্**—আমার চরণ; **বেদ্মি**—জানি; **অহম্**—আমি; **চাটু-কারৈঃ**—তোষামুদে বাক্য দ্বারা; **অনুনয়**—অনুনয় কলায়; **বিদুষঃ**—যে দক্ষ; **তে**—তোমার; **অভ্যেত্য**—শিক্ষা গ্রহণ করে; **দৌত্যৈঃ**—দূতের অভিনয় দ্বারা; **মুকুন্দাৎ**—কৃষ্ণের কাছ থেকে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **কৃতে**—জন্য; **ইহ**—এই জীবনে; **বিসৃষ্ট**—যারা পরিত্যাগ করেছে; **অপত্য**—পুত্র; **পতি**—পতি; **অন্য-লোকাঃ**—এবং অন্যান্য সকলকে; **ব্যসৃজৎ**—তিনি ত্যাগ করেছেন; **অকৃত-চেতাঃ**—অকৃতজ্ঞ; **কিম্ নু**—কেন বস্তুত; **সন্ধেয়ম্**—আমি সন্ধি করব; **অস্মিন্**—তাঁর সঙ্গে।

অনুবাদ

আমার পাদদ্বয় থেকে তোমার মস্তক সরাও। আমি জানি তুমি কি করছ। তুমি দক্ষতার সঙ্গে মুকুন্দের কাছ থেকে কূটনীতি শিখেছ এবং এখন তুমি তোষামুদে বাক্যসহ তাঁর দূত রূপে এসেছ। কিন্তু তাঁর জন্য যারা তাদের পতি, পুত্র ও অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মাত্র। আমি কেন এখন তাঁর সঙ্গে সন্ধি করব?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থের (১৪/১৯০) নিম্নোক্ত শ্লোকটির যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেই অনুযায়ী এই শ্লোকটি *সংজল্প* গুণাবলী প্রকাশ করছে—

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া ।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্প কথিতো বুধৈঃ ॥

"বিজ্ঞজনেরা সংজল্পকে সেই ধরনের বাক্যরূপে বর্ণনা করেন যা প্রিয়তমের অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদিকে গভীর ব্যাজস্তুতি ও অবমাননাকর ইঙ্গিতের দ্বারা দোষারোপ করে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে *আদি* অর্থাৎ 'আরও' শব্দটি কারো প্রিয়তমের কঠিন হৃদয়ের, প্রতিকূল মনোভাবের এবং সম্পূর্ণ প্রেমহীনতার ধারণা ব্যক্ত করে।

শ্লোক ১৭

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্ ।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্
তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১৭ ॥

মৃগয়ুঃ—ব্যাধ; **ইব**—মতো; **কপি**—বানরগণের; **ইন্দ্রম্**—রাজা; **বিব্যধে**—বধ করেছিলেন; **লুব্ধ-ধর্মা**—নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো ব্যবহার করে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোকের (প্রধানত, শূর্পণখা); **অকৃত**—করেছিলেন; **বিরূপাম্**—বিরূপ; **স্ত্রী**—একজন স্ত্রীর দ্বারা (সীতা-দেবী); **জিতঃ**—বিহিত হয়ে; **কাম-যানাম্**—যে কাম আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়েছিল; **বলিম্**—রাজা বলি; **অপি**—ও; **বলিম্**—তাঁর নৈবেদ্য; **অত্ত্বা**—ভক্ষণ করে; **অবেষ্টয়ৎ**—বন্ধন করেছিলেন; **ধ্বাঙ্ক্ষ-বৎ**—একটি কাকের মতো; **যঃ**—যে; **তৎ**—সুতরাং; **অলম্**—যথেষ্ট; **অসিত**—কালো কৃষ্ণের সঙ্গে; **সখ্যৈঃ**—সমস্ত রকমের সখ্যতা; **দুস্ত্যজঃ**—পরিত্যাগ করা কঠিন; **তৎ**—তাঁর সম্বন্ধে; **কথা**—কথার; **অর্থঃ**—অর্থ।

অনুবাদ

একজন ব্যাধের মতো তিনি নিষ্ঠুরভাবে তীর দ্বারা কপিরাজকে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু তিনি এক নারীর দ্বারা বিজিত ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে কাম আকাঙ্ক্ষা করে আগত আরেকজন নারীকে বিরূপ করেছিলেন। আর বলি মহারাজের নৈবেদ্য ভক্ষণের পরেও তিনি তাঁকে একটি রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেছিলেন, যেন তিনি একটি কাক। তাই এই কৃষ্ণ বর্ণের বালকের সঙ্গে আমাদের সকল সখ্যতাই পরিত্যজ্য হোক, যদিও তাঁর বিষয়ে কথা আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অর্থ এইভাবে বর্ণনা করছেন—"[শ্রীমতী রাধারাণী ভ্রমরকে বললেন;] 'তুমি দীন বার্তাবহ, তুমি এক নির্বোধ ভৃত্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কত কঠোর, সে কত অকৃতজ্ঞ, তার অনেক কথাই তুমি জান না। শুধু এই জীবনেই নয়, সে এইরকম ছিল পূর্ব জীবনেও। আমাদের পিতামহী পৌর্ণমাসীর কাছ থেকে আমরা এই সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছি। তিনি আমাদের বলেছেন, পূর্ব জীবনে শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল শ্রীরামচন্দ্র। সেই জন্মে তাঁর সখার শত্রু বালিকে তিনি ক্ষত্রিয়োচিতভাবে বধ করার পরিবর্তে তাকে তিনি শিকারীর মতো নিহত করেছিলেন।

শিকারী তার সুরক্ষিত গুপ্ত আশ্রয় থেকে পশুকে বধ করে, সামনে যায় না। তাই শ্রীরামচন্দ্রের মতো একজন ক্ষত্রিয়ের উচিত ছিল বালির সঙ্গে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করা, কিন্তু তাঁর সখার প্ররোচনায় তিনি বালিকে এক গাছের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বধ করেন। এইভাবে তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন। এ ছাড়া সীতার রূপলাবণ্যে অত্যন্ত মোহিত হয়ে রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক ও কান কেটে তিনি তাকে কুৎসিত রমণীতে পরিণত করেছিলেন। শূর্পণখা তাঁর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন; একজন ক্ষত্রিয় হওয়ায় তাঁর উচিত ছিল শূর্পণখাকে সন্তুষ্ট করা; কিন্তু তিনি এমন স্বার্থপর যে, সীতাদেবীকে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি, তাই তিনি শূর্পণখাকে এক কুৎসিত রমণীতে পরিণত করেছিলেন। এই ক্ষত্রিয় জীবনের পূর্বে, তিনি বামনদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। মহাবদান্য বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব দান করলেও, বামনরূপী শ্রীকৃষ্ণ এক অকৃতজ্ঞ কাকের মতো তাঁকে বন্দী করে পাতাল-লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমনই অকৃতজ্ঞ ছিলেন। আমরা তাঁর সব কথাই জানি। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এত কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা থেকে বিরত হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *উজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৯২) গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকের রূপ গোস্বামীকৃত বর্ণনা অনুসারে রাধারাণীর এই বক্তব্যকে *অবজল্পঃ* বলা হয়—

হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা ।
যত্র সের্ষ্যাভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ ॥

'সাধুগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একজন প্রেমিকা যখন ঈর্ষা ও ভয় দ্বারা চালিত হয়ে ঘোষণা করে যে, ভগবান হরি তাঁর রূঢ়তা, কামুকতা এবং অসততার জন্য সেই প্রেমিকার আসক্তির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, সেই ধরনের বক্তব্যকে বলা হয় *অবজল্প*।

শ্লোক ১৮

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

যৎ—যাঁর; **অনুচরিত**—ক্রমাগত সম্পাদিত কার্যাবলী; **লীলা**—এরূপ লীলার; **কর্ণ**—কর্ণদ্বয়ের জন্য; **পীযূষ**—অমৃতের; **বিপ্রুট্**—এক ফোঁটার; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **অদন**—আস্বাদগ্রহণের দ্বারা; **বিধূত**—সম্পূর্ণরূপে দূর হয়; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্বের; **ধর্মাঃ**—তাদের প্রবণতাসমূহ; **বিনষ্টাঃ**—বিনষ্ট হয়েছে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **গৃহ**—তাদের গৃহাদি; **কুটুম্বম্**—এবং পরিবারসমূহ; **দীনম্**—দীন; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **দীনাঃ**—নিজেদের দীন করে; **বহবঃ**—বহু ব্যক্তি; **ইহ**—এখানে (বৃন্দাবনে); **বিহঙ্গাঃ**—পাখিদের (মতো); **ভিক্ষু**—ভিক্ষার; **চর্যাম্**—জীবন নির্বাহ; **চরন্তি**—তাঁরা অবলম্বন করেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ নিয়মিত যে লীলা সম্পাদন করতেন, তা শ্রবণ করা কর্ণদ্বয়ের জন্য অমৃত-স্বরূপ। যে একবারের জন্যও সেই অমৃতের এক বিন্দু মাত্রও আস্বাদন করেছে, তার জাগতিক দ্বন্দ্বের প্রতি আসক্তি বিনষ্ট হয়। এরকম বহু ব্যক্তি সহসা তাদের দীন গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেছে এবং নিজেরা হীন হয়ে তাদের জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করতে করতে এখানে বৃন্দাবনে পাখির মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাৎপর্য

জাগতিক দ্বন্দ্ব মিথ্যা ভাবনার উপর নির্ভরশীল। 'এটা আমার এবং ওটা তোমার' বা 'এটা আমাদের দেশ এবং ওটা তোমাদের' ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে পরম-ব্রহ্ম এক, যার মধ্যে আমরা সকলে বর্তমান এবং সবকিছুই তাঁর। তাঁর সৌন্দর্য এবং আনন্দও পরম ও অসীম এবং কেউ যদি বস্তুতঃ কৃষ্ণ নামক এই পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করে, জাগতিক দ্বন্দ্বের মায়ার প্রতি তার ঐকান্তিকতা বিনষ্ট হয়।

আচার্যগণের মতানুসারে এবং নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির শেষ দুটি শব্দকে বিভক্ত করা যেতে পারে—*ধর্ম অবিনষ্টাঃ* তা হলে সমগ্র পংক্তিটি একটি একক যৌগের অংশ হয়ে ওঠে, যার অর্থ হয় যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ কারো অধর্মগত দ্বন্দ্ব মার্জন করে এবং এইভাবে সে জাগতিক মায়া দ্বারা পরাভূত (*অবিনষ্ট*) হয় না। *দীন* শব্দটি তখন *ধীরাঃ* শব্দের বিকল্প পাঠ প্রদান করে, যার অর্থ মানুষ পারমার্থিকভাবে অচঞ্চল হয়ে উঠলে অস্থায়ী জড় সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করে। *বিহঙ্গ* অর্থাৎ পাখি শব্দটি এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পার্থক্য নির্ণয়ের প্রতীকরূপে হংসকে উল্লেখ করছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে রূপ গোস্বামীকে নিম্নোক্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্ ॥

"যখন কোন প্রেয়সী পরোক্ষভাবে বিষণ্ণতার সঙ্গে উল্লেখ করে যে, তার প্রিয়তম পরিত্যাগের যোগ্য, তখন ঐ ধরনের বক্তব্য একটি পাখির সবিলাপ ক্রন্দনের মতো উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় *অভিজল্প* । (*উজ্জ্বল-নীলমণি* ১৪/১৯৪)

শ্লোক ১৯

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা ॥ ১৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **ঋতম্**—সত্য; **ইব**—যেন; **জিহ্ম**—প্রতারণাপূর্ণ; **ব্যাহৃতম্**—তাঁর কথা; **শ্রদ্দধানাঃ**—বিশ্বাস করে; **কুলিক**—এক ব্যাধের; **রুতম্**—গান; **ইব**—তেমনই; **অজ্ঞাঃ**—মূর্খ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণসার হরিণের; **বধ্বঃ**—পত্নীগণ; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **দদৃশুঃ**—প্রাপ্ত হয়; **অসকৃৎ**—বারম্বার; **এতৎ**—এই; **তৎ**—তাঁর; **নখ**—আঙুলের নখের; **স্পর্শ**—স্পর্শ দ্বারা; **তীব্র**—তীব্র; **স্মর**—কামনার; **রুজঃ**—পীড়া; **উপমন্ত্রিন্**—হে দূত; **ভণ্যতাম্**—কথা বল; **অন্য**—অন্য; **বার্তা**—বিষয়।

অনুবাদ

তাঁর প্রতারণাপূর্ণ কথাগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা ঠিক যেন মূর্খ কৃষ্ণসার হরিণের পত্নীদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম, যারা নিষ্ঠুর ব্যাধের গান বিশ্বাস করে থাকে। এইভাবে আমরা বারম্বার তাঁর নখ-স্পর্শ জনিত তীব্র কামনার পীড়া অনুভব করতাম। হে দূত, দয়া করে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে কথা বল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমতী রাধারাণীর এই কথাকে শ্রীল রূপ গোস্বামী দ্বারা বর্ণিত *আজল্প* শ্রেণীভুক্ত করেছেন—

জৈহ্ম্যং তস্যার্তিদত্বঞ্চ নির্বেদাদযত্র কীর্তিতম্ ।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ ॥

"যে বক্তব্যে বিরক্তির সঙ্গে বর্ণনা করা হয় যে, কিভাবে পুরুষ-প্রেমিক প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং দুঃখ নিয়ে আসে, এবং এমন ইঙ্গিতও করা হয় যে, সে অন্যদের সুখ প্রদান করে, তা *আজল্প* রূপে পরিচিত।" (*উজ্জ্বল-নীলমণি*, ১৪/১৯৬)

শ্লোক ২০

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥

প্রিয়—আমার প্রিয়তমের; **সখা**—হে সখা; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগাঃ**—তুমি আগমন করেছ; **প্রেয়সা**—আমার প্রিয়তম দ্বারা; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছ; **কিম্**—কি; **বরয়**—দয়া করে পছন্দ কর; **কিম্**—কি; **অনুরুন্ধে**—তুমি অভিলাষ কর; **মাননীয়ঃ**—মাননীয়; **অসি**—তুমি হচ্ছ; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **নয়সি**—তুমি আনছ; **কথম্**—কেন; **ইহ**—এখানে; **অস্মান্**—আমাদের; **দুস্ত্যজ**—পরিত্যাগ করা অসম্ভব; **দ্বন্দ্ব**—যার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক; **পার্শ্বম্**—সমীপে; **সততম্**—সর্বদা; **উরসি**—বক্ষে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বধূঃ**—তাঁর বধূ; **সাকম্**—তাঁর সঙ্গে একত্রে; **আস্তে**—বর্তমান।

অনুবাদ

হে আমার প্রিয়তমের সখা, আমার প্রিয়তম কি তোমাকে আবার এখানে পাঠিয়েছেন। আমার তোমাকে সম্মান করা উচিত, সখা, দয়া করে, তুমি কি বর চাও তা তুমি পছন্দ কর। কিন্তু কেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে ফিরে এসেছ, যাঁর দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন? হে সৌম্য ভ্রমর, শেষ পর্যন্ত তাঁর বধূ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তিনি সর্বদা তাঁর বক্ষোপরে বাস করেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিষয়টি বর্ণনা করছেন—"কথাবার্তার সময় ইতস্তত উড়ন্ত ভ্রমরটি অকস্মাৎ রাধারাণীর দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে চলে যায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল শ্রীমতী রাধারাণী ক্রন্দন করতে করতে ভ্রমরের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে দিব্যোন্মাদনা আস্বাদন করছিল। কিন্তু হঠাৎ ভ্রমরটি অন্তর্হিত হয়ে চলে গেলে সে প্রায় উন্মাদে পরিণত হল। সে ভাবতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে ভ্রমর হয়ত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি তাঁকে জানাবে। রাধারাণী ভাবল, অভিযোগগুলি শুনে 'শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাবে।' এইভাবে রাধারাণী আর এক রকম দিব্য ভগবৎ-প্রেমে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

"ইতিমধ্যে ভ্রমর ইতস্তত উড়ে এসে আবার রাধারাণীর কাছে উপস্থিত হল। রাধারাণী মনে মনে ভাবল, 'দূত বিচ্ছেদের বার্তা নিয়ে এলেও আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এমনই অনুরাগ যে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি ভ্রমরকে আবার ফিরে পাঠিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কিছু না বলার ব্যাপারে এইবার শ্রীমতী রাধারাণী অত্যন্ত সতর্ক থাকলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিভিন্ন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই কৃষ্ণ যখন অন্যান্য রমণীগণের সঙ্গ উপভোগ করেন, তখন তিনি তাঁর বক্ষে একটি স্বর্ণালী রেখা রূপে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ যখন অন্যান্য রমণীগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিলাস করেন না, লক্ষ্মীদেবী তখন তাঁর সেই রূপ সরিয়ে রেখে তাঁর স্বাভাবিক সুন্দরী যুবতীর স্বরূপে তাঁকে আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীমতী রাধারাণীর এই বক্তব্য, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী *প্রতিজল্প* প্রকাশ করছে—

দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্ ।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ ॥

"প্রিয়তমা যখন বিনীতভাবে বলে যে, সে তার প্রিয়তমকে লাভ করবার অযোগ্য হলেও তার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের আশা সে ত্যাগ করতে পারছে না, তখন তার প্রিয়তমের বার্তার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত এই ধরনের কথাকে *প্রতিজল্প* বলা হয়।

এখানে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর রূঢ় অনুভূতিগুলি বর্জন করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহানুভবতাকে স্বীকার করছেন।

শ্লোক ২১

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ২১ ॥

অপি—অবশ্যই; **বত**—অনুশোচনার বিষয়; **মধু-পুর্যাম্**—মথুরা নগরীতে; **আর্য-পুত্রঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অধুনা**—এখন; **আস্তে**—বাস করছেন; **স্মরতি**—স্মরণ করেন; **সঃ**—তিনি; **পিতৃ-গেহান্**—পিতৃগৃহে; **সৌম্য**—হে মহাত্মা (উদ্ধব); **বন্ধূন্**—

তাঁর বন্ধুদের; **চ**—এবং; **গোপান্**—গোপবালকদের; **ক্বচিৎ**—কখনও; **অপি**—অথবা; **সঃ**—তিনি; **কথাঃ**—কথা; **নঃ**—আমাদের; **কিঙ্করীণাম্**—দাসীদের; **গৃণীতে**—বর্ণনা করে; **ভুজম্**—বাহু; **অগুরু-সু-গন্ধম্**—অগুরু সুগন্ধযুক্ত; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **অধাস্যৎ**—রাখবেন; **কদা**—কখন; **নু**—হয়ত।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তাঁর পিতৃগৃহের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা, গোপবালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মন! তিনি কখনও আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগুরু সুগন্ধযুক্ত তাঁর হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করবেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকের অনুবাদ ও শব্দার্থ শ্রীল প্রভুপাদের *চৈতন্য-চরিতামৃত* (*আদি লীলা* ৬/৬৮) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষ কাব্যিকভাবে এবং গভীর পারমার্থিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পূর্ববর্তী নয়টি শ্লোক সহ এই শ্লোকের প্রকাশিত আবেগগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন। রাধারাণীর অনুভূতিকে তিনি এইভাবে বর্ণনা করছেন—

শ্রীমতী রাধারাণী ভাবলেন, "যেহেতু কৃষ্ণ একবার ব্রজে সন্তুষ্ট হয়েও মথুরা নগরীর জন্য যাত্রা করেছিলেন, তিনি কি সেই স্থানও ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন না? মথুরা বৃন্দাবনের এত কাছে যে, সম্ভবত তিনি এখানেও ফিরে আসতে পারেন।

নন্দ মহারাজের মতো শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের পুত্র কৃষ্ণ, তাই তাঁর পিতা যিনি তাঁর সেখানে যাওয়া অনুমোদন করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে তিনি অবশ্যই মথুরায় বাস করবেন। পক্ষান্তরে, নন্দের সারা জীবন কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্য নিবেদিত বলেই তিনি এমনই সরলমনা যে, যদুবংশীয়েরা কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে এলে তিনি নিজেই সেই কৌশলে সম্মতি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ভাবছেন, 'হায়, হায়! যেহেতু আমার পিতাও আমাকে ব্রজে ফিরিয়ে নিতে পারলেন না, আমি সেখানে ফিরে গিয়ে কি করব?' এইভাবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন এবং তাই তোমাকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন।

নন্দ এমন নিরীহ বলেই তাঁর পুত্রকে চলে যেতে দিয়েছিলেন। নন্দ যদি কৃষ্ণের মাতা, ব্রজরাণীকে এরকমই করতে দিতেন, তা হলে ব্রজরাণী অক্রূরের রথে উঠে পড়তেন এবং তাঁর পুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর সঙ্গে মথুরায় চলে যেতেন, সমস্ত গোপিকারা অনুগমন করত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর থেকেই নন্দ তাঁর বিরহে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন এবং নন্দের কোষাগার, ভাণ্ডার, রন্ধনকক্ষ, শয়নকক্ষ, তোষাখানা এই সবই এখন শূন্য। গৃহমার্জন হয় না বলে অপরিচ্ছন্ন সেই ঘরগুলি এখন ঘাস, পাতা, ধুলো ও মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণ কি কখনও তাঁর পিতার গৃহ-ভবনগুলি স্মরণ করেন? তিনি কি কখনও সুবল ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের স্মরণ করেন; যারা এখন অন্যান্য অবহেলিত ঘরবাড়িগুলির মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে রয়েছে?

মথুরার রমণীরা যারা এখন কৃষ্ণের সঙ্গ করছে, তারা জানে না কিভাবে তাঁর সেবা করলে তিনি অত্যন্ত প্রীত হবেন। তারা যখন দেখে, তিনি খুশি হননি, এবং জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে তারা তাঁকে সুখী করতে পারে, তখন কি তিনি আমাদের, গোপীদের কথা তাদের বলেন?

কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের বলেন, 'ব্রজের গোপীগণ আমাকে যতখানি তৃপ্তি দেয়, তোমরা পুর রমণীরা আমাকে ততখানি সন্তুষ্ট করতে পার না। ফুলের মালা গাঁথা, অনুলেপন দিয়ে তাদের শরীর সুবাসিত করা, বীণাযন্ত্রে নানা রাগ তাল প্রভৃতি বাজানো, *রাস* অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গীত করা, তাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও চাতুর্য প্রদর্শন করা, এবং দক্ষভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের খেলায় তারা খুব পারদর্শী। তারা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে, ঈর্ষা এবং রোষ প্রদর্শনে, এবং শুদ্ধ স্নেহ ও প্রেমের অন্যান্য লক্ষণে বিশেষ দক্ষ।' কৃষ্ণ অবশ্যই তা জানেন। সুতরাং, সম্ভবত তিনি মথুরার রমণীদের বলবেন, 'আমার প্রিয় যদুবংশের রমণীগণ, তোমরা তোমাদের ঘর-সংসারে ফিরে যাও। আমি আর তোমাদের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করি না। বাস্তবিকই, আমি আগামীকাল সকালে ব্রজে ফিরে যাচ্ছি'।

কৃষ্ণ কবে এভাবে কথা বলবেন এবং তাঁর অগুরু সুগন্ধিত হাত আমাদের মাথায় রাখার জন্য এখানে ফিরে আসবেন? তিনি তখন আমাদের এই বলে সান্ত্বনা দেবেন—"হে আমার প্রাণপ্রিয়াগণ, আমি তোমাদের কাছে শপথ করছি—আমি তোমাদের আর কখনও পরিত্যাগ করব না এবং অন্য কোথাও যাব না। বাস্তবিকই, তোমাদের মতো গুণবতী কাউকেই ত্রিভুবনের কোথাও খুঁজে পেতে আমি পারব না।"

এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমতী রাধারাণীর অনুভূতি ব্যক্ত করছেন। আচার্য আরও বর্ণনা করছেন যে, বর্তমান শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণিত *সুজল্প* নামে বাচনভঙ্গী পরিবেশন করছে—

যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্যং সদৈন্যং সহচাপলম্ ।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে ॥

যখন সৎ ঐকান্তিকতাবশতঃ কোনও প্রেমিকা, গাম্ভীর্য, দৈন্য, চপলতা ও উৎকণ্ঠা সহ শ্রীহরিকে প্রশ্ন করেন, সেরূপ কথা *সুজল্প* রূপে পরিচিত। (*উজ্জ্বল-নীলমণি* ১৪/২০০)

সাতচল্লিশতম অধ্যায়ের এই অংশটির পরিসমাপ্তি করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে দিব্য উন্মাদনার দশটি ভাগ রয়েছে—যা *চিত্র-জল্প* বা চিত্রিত ভাষণের দশটি ভাগে প্রকাশিত। এই ধরনের দিব্য উন্মাদনা তাঁর বিশেষ মোহিত লীলায় দেখা গিয়েছে যা স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর *মহাভাবের* একটি অংশ। আচার্য, এই সমস্তভাব বর্ণনা করতে নিচের শ্লোকগুলি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বল-নীলমণি* (১৪/১৭৪, ১৭৮-৮০) থেকে উদ্ধৃত করছেন—

প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ।
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ॥
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥
প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিম্‌ঃ ॥
চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতঃ ।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পঃ অবজল্পোঽভিজল্পিতম্‌ ॥
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্তিতঃ ॥

"কার্যত কেবল বৃন্দাবনেশ্বরীর (শ্রীমতী রাধারাণী) মধ্যেই এই মোহিতভাব উদিত হয়। তিনি এই মোহিতের বিশেষ স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, এক অপূর্ব অবস্থা, যা ভ্রান্তি বলে বোধ হয়। *দিব্যোন্মাদ* রূপে পরিচিত এর বহু দিক রয়েছে, যা অস্থির রূপে যাওয়া আসা করে এবং এই সকল ভাব প্রকাশের একটি *চিত্রজল্প।* তাঁর প্রিয়তম সখাকে তাঁর দর্শনের ফলে প্ররোচিত এই কথা, প্রচ্ছন্ন ক্রোধে পূর্ণ হয় এবং নানা বিভিন্ন ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। তাঁর গভীর উদ্বেগাকুল আগ্রহের মাধ্যমে তা চরম সীমায় পর্যবসিত হয়।

"এই *চিত্রজল্পের* দশটি ভাগ আছে, যা *প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জ্বল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প* এবং *সুজল্প* নামে পরিচিত।"

অবশেষে, কোনও কোনও তত্ত্ববিদ্ বলেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং, তার প্রিয়তমার কথার মাধুর্য পানে আগ্রহান্বিত হয়ে, বার্তাবহ ভ্রমরের রূপ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণ-দর্শন**—কৃষ্ণদর্শনের জন্য; **লালসাঃ**—যারা অভিলষিত; **সান্ত্বয়ন্**—সান্ত্বনা প্রদান করতে করতে; **প্রিয়**—তাদের প্রিয়তমের; **সন্দেশৈঃ**—বার্তা দ্বারা; **গোপীঃ**—গোপীগণকে; **ইদম্**—এই; **অভাষত**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই সকল কথা শ্রবণ করে, উদ্ধব তখন, ভগবান কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি তাদের প্রিয়তমের বার্তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **অহো**—বস্তুত; **যূয়ম্**—আপনারা; **স্ম**—নিশ্চিতরূপে; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অর্থাঃ**—যাদের উদ্দেশ্যসমূহ; **ভবত্যঃ**—আপনারা; **লোক**—সকল লোকের দ্বারা; **পূজিতাঃ**—পূজিতা; **বাসুদেবে ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান, কৃষ্ণ, শ্রীবাসুদেবের প্রতি; **যাসাম্**—যাঁদের; **ইতি**—এইভাবে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—নিশ্চিতরূপে আপনারা গোপীগণ সর্বার্থসাধিকা এবং লোকপূজিতা, কারণ আপনারা এইভাবে আপনাদের মন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সমর্পণ করেছেন।

তাৎপর্য

যদিও অন্যান্য ভক্তেরাও অবশ্যই তাঁদের মন ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন, কিন্তু গোপীগণ তাঁদের প্রেমের গভীরতায় অনবদ্য।

শ্লোক ২৪

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ২৪ ॥

দান—দানের মাধ্যমে; **ব্রত**—ব্রত; **তপঃ**—তপস্যা; **হোম**—অগ্নি যজ্ঞ; **জপ**—জপ; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়ন; **সংযমৈঃ**—এবং বিধিবদ্ধ সংযমাদি; **শ্রেয়োভিঃ**—শুদ্ধসাত্ত্বিক সাধন অনুশীলনের মাধ্যমে; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **চ**—ও; **অন্যৈঃ**—অন্যান্য; **কৃষ্ণে**—ভগবান কৃষ্ণের প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **হি**—বস্তুত; **সাধ্যতে**—সাধিত হয়।

অনুবাদ

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম পালন এবং অবশ্যই অন্যান্য অনেক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিধিবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

এখানে বিবৃত পন্থাগুলিকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করছেন—*দান*—ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে প্রদত্ত দান; *ব্রত*—ব্রত পালন করা, যেমন একাদশী; *তপঃ*—কৃষ্ণের জন্য ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন; *হোম*—বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত অগ্নি যজ্ঞ; *জপ*—ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন; *স্বাধ্যায়*—বৈদিক শ্লোকের আবৃত্তি এবং অধ্যয়ন, যেমন, *গোপাল-তাপনী উপনিষদ।*

শ্লোক ২৫

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা ।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা ॥ ২৫ ॥

ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **উত্তমঃশ্লোকে**—যিনি সুললিত কবিতায় বন্দিত হন; **ভবতীভিঃ**—আপনাদের দ্বারা; **অনুত্তমা**—অতি শ্রেষ্ঠা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রবর্তিতা**—প্রবর্তন করেছেন; **দিষ্ট্যা**—(আপনাদের অভিনন্দন) সৌভাগ্যের জন্য; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **অপি**—ও; **দুর্লভা**—লাভ করা কঠিন।

অনুবাদ

আপনাদের মহাভাগ্যের দ্বারা আপনারা অতি শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধভক্তি ভগবান উত্তমশ্লোকের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—মুনিগণের পক্ষেও যে মান অর্জন করা কঠিন।

তাৎপর্য

প্রবর্তিতা শব্দটি নির্দেশ করে যে, গোপীরা এই জগতে এমনই শুদ্ধ মানের ভগবৎ-প্রেম প্রবর্তন করেছেন, যা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিল। তাই ধর্মচর্চার জীবনে তাঁদের অতুলনীয় অবদানের জন্য উদ্ধব তাঁদের অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ২৬

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ ।
হিত্বাবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥ ২৬ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পতীন্**—পতিদের; **দেহান্**—দেহ সুখাদি; **স্ব-জনান্**—আত্মীয়স্বজন; **ভবনানি**—গৃহসংসার; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অবৃণীত**—পছন্দ করেছেন; **যূয়ম্**—আপনারা; **যৎ**—প্রকৃতপক্ষে; **কৃষ্ণ-আখ্যম্**—কৃষ্ণ নামক; **পুরুষম্**—পুরুষ; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

আপনারা মহাভাগ্যক্রমে আপনাদের পতি, পুত্র, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়স্বজন ও গৃহ সংসার, সবই কৃষ্ণ নামক পরম পুরুষের জন্য ত্যাগ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, গোপীরা এই সমস্ত কিছুতেই তাঁদের অধিকার বোধ ত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, গোপীরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের গৃহে বসবাস করে বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। তবুও, তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না, তাঁরা পতি, পুত্র, ইত্যাদির প্রতি অহংজাত অধিকারবোধ একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা কখনই তাঁদের উপভোগ করার চেষ্টা করেননি, বরং পৃথিবীর মহান ধর্ম-শাস্ত্রাদির অনুমোদন অনুযায়ী তাঁরা পরমেশ্বরের কাছে তাঁদের সমস্ত মন ও প্রাণ অর্পণ করেছিলেন। গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, আমাদের সকল হৃদয়, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসা উচিত।

শ্লোক ২৭

সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে ।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব-আত্ম—ঐকান্তিক; **ভাবঃ**—প্রেম; **অধিকৃতঃ**—অধিকার দ্বারা দাবী করা; **ভবতীনাম্**—আপনাদের দ্বারা; **অধোক্ষজে**—অতীন্দ্রিয় ভগবানের জন্য; **বিরহেণ**—

এই বিরহ ভাবের মাধ্যমে; **মহা-ভাগাঃ**—হে পরম মহিমান্বিত আপনারা; **মহান্**—মহান; **মে**—আমাকে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **কৃতঃ**—করুন।

অনুবাদ

হে পরম মহিমান্বিত গোপীবৃন্দ, আপনারা যথার্থই অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের অধিকার দাবী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবিরহে, তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে আপনারা আমাকে পরম কৃপা করলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা শুধু উদ্ধবকেই নয়, সমগ্র জগতে ভগবৎ-প্রেমের আনন্দ উদ্‌ঘাটন করলেন এবং এইভাবে তাঁরা সকলকেই তাঁদের কৃপা বিতরণ করলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে তাঁদের প্রেমময়ী ভক্তি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছিল বলেই তাঁদের প্রেম ভগবানকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল। তবুও, তাঁদের প্রেমের গভীরতা প্রকাশের জন্যই বাহ্যতঃ তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এখন, তাঁদের তীব্র ভক্তির মাধ্যমে অপ্রাকৃতরূপে উপস্থিত হয়ে, তিনি আবার নিজেকে তাঁদের মধ্যে অভিব্যক্ত করলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্তু রহস্করঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রূয়তাম্—শ্রবণ করুন; **প্রিয়**—আপনাদের প্রিয়তমের; **সন্দেশঃ**—বার্তা; **ভবতীনাম্**—আপনাদের জন্য; **সুখ**—সুখ; **আবহঃ**—আনয়নকারী; **যম্**—যে; **আদায়**—বহন করে; **আগতঃ**—এসেছি; **ভদ্রাঃ**—ভদ্রাগণ; **অহম্**—আমি; **ভর্তুঃ**—আমার প্রভুর; **রহঃ**—গোপন কার্যসমূহের; **করঃ**—পালনকারী।

অনুবাদ

হে ভদ্রাগণ, এখন আপনাদের প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণ করুন, যা আমি, আমার প্রভুর একান্ত সেবকরূপে, আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য এখানে এসেছি।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়্বগ্নির্জলং মহী ।
তথাহং চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ভবতীনাম্**—রমণীগণ, তোমাদের; **বিয়োগঃ**—বিচ্ছেদ; **মে**—আমার থেকে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **সর্ব-আত্মনা**—সকল অস্তিত্বের আত্মা হতে; **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ; **যথা**—যথা; **ভূতানি**—ভৌত উপাদানসমূহ; **ভূতেষু**—সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **খম্**—আকাশ; **বায়ু-অগ্নিঃ**—বায়ু ও অগ্নি; **জলম্**—জল; **মহী**—ভূমি; **তথা**—তথা; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **মনঃ**—মনের; **প্রাণ**—প্রাণ; **ভূত**—জড় পদার্থসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—এবং প্রকৃতির প্রধান গুণসমূহের; **আশ্রয়ঃ**—তাদের আশ্রয়রূপে উপস্থিত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—প্রকৃতপক্ষে তোমরা কখনই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নও, কারণ আমিই সকল সৃষ্টির আত্মা। ঠিক যেমন আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি সৃষ্টিজাত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমান, তেমনই আমি প্রত্যেকের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এবং ভৌত উপাদানগুলি ও জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, ভগবানের উক্তির আপাতগ্রাহ্য দার্শনিক ভাষা এক গভীরতর অর্থ গোপন করেছে। ভগবান গুহ্যভাবে গোপীদের বলছিলেন যে, তিনি কেবল সকল সৃষ্টির আত্মা রূপে নয়, গোপীদের বিশেষ প্রেমিক রূপেও, তাঁর প্রতি তাঁদের একান্ত প্রেমের আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তাঁদের মাঝে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। এই অর্থে শ্লোকটির *গুণ* শব্দটি গোপীদের বিশেষ দিব্য গুণাবলীর উল্লেখ করে যা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করত এবং *সর্বাত্মনা* শব্দটি, যা এখানে আমরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অনুবাদ করেছি (যেটিও করণ কারকগত *মে* শব্দটির অনুরূপ), তা *সর্বথা* বা 'সম্পূর্ণরূপে অর্থ বুঝতে হবে। পরোক্ষভাবে, যদিও দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত হতে পারেননি, কারণ তাঁর চিন্ময়রূপে তিনি সকল সময়েই গোপীদের হৃদয় ও প্রাণে বিরাজমান রয়েছেন।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের নিজেকে গোপীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হল, তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেম আরও তীব্র করে তোলা এবং উদ্ধবের উল্লেখ অনুযায়ী গোপীদের প্রেমের তীব্রতা অন্যান্য ভক্তবৃন্দের কাছে প্রকাশ করে তাদের কৃপা প্রদান করা। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু গোপীরা ভগবানেরই নিজ পার্ষদ, তাই ভগবান তাঁদের সঙ্গে অপ্রাকৃতরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করবে যে, শ্রীকৃষ্ণের দার্শনিক ভাষা ব্যবহারের অর্থ, কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ভগবান গোপীদের মুক্তির ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছিলেন। প্রকৃত সত্য এই যে, গোপীরা পরম উন্নত মুক্ত আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের লীলা অবশ্যই তত্ত্ববিদ আচার্যগণের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। গোপীরা যখন *রাস* নৃত্যের জন্য এসেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ নীতিশাস্ত্র ও কর্তব্যপালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের কাছে কর্ম-যোগ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গোপীরা সেইসবের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের কাছে জ্ঞান-যোগ বা অধ্যাত্ম দর্শন উপস্থাপন করছেন, কিন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অবিচল প্রেম অর্জন করেছেন, সেই গোপীদের পক্ষে সেটিও অপর্যাপ্ত।

শ্লোক ৩০

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে ।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥

আত্মনি—নিজের মধ্যেই; **এব**—বস্তুত; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেই; **সৃজে**—আমি সৃষ্টি করি; **হন্মি**—আমি নাশ করি; **অনুপালয়ে**—আমি পালন করি; **আত্ম**—আমার নিজ; **মায়া**—মায়া শক্তির; **অনুভাবেন**—বল দ্বারা; **ভূত**—জড় উপাদান সমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **গুণ**—এবং প্রকৃতির গুণসমূহ; **আত্মনা**—অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ

ভৌত উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রকৃতির গুণাদি যার অন্তর্ভুক্ত, আমার সেই আত্ম শক্তি-বলে নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, পালন করি এবং প্রত্যাহার করি।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও পরম তত্ত্ব, তা হলেও তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চরমে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কারণ সৃষ্টি তাঁর সত্তারই একটি বিস্তার। এই একত্ব এখানে ভগবানের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ ।
সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ৩১ ॥

আত্মা—আত্মা; **জ্ঞানময়ঃ**—চিন্ময়জ্ঞান বিশিষ্ট; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **ব্যতিরিক্তঃ**—পৃথক; **অগুণ-অন্বয়ঃ**—জড় গুণসমূহের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত; **সুষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা; **স্বপ্ন**—সাধারণ নিদ্রা; **জাগ্রদ্ভিঃ**—এবং জাগ্রত চেতনাময়; **মায়া**—জড়া শক্তির; **বৃত্তিভিঃ**—কার্য দ্বারা; **ঈয়তে**—উপলব্ধি হয়।

অনুবাদ

শুদ্ধ চেতনাময় তথা জ্ঞানময় হওয়ার ফলে, আত্মা জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে পৃথক এবং প্রকৃতির গুণসমূহের বন্ধনে অসম্পৃক্ত। আমরা জাগ্রতভাব, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে জড়া প্রকৃতির ত্রিবিধ কার্যাবলীর মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি।

তাৎপর্য

এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ চেতনায় *আত্মা* গঠিত হয়েছে আর তাই জড়া প্রকৃতি হতে তত্ত্বগতভাবে পৃথক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, *আত্মা* শব্দটি "পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ"-কে বোঝাতেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু ভগবান পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সকল জাগতিক বস্তুই তাঁর নিজের প্রকাশমাত্র, তাই *মায়াবৃত্তিভিরীয়তে* শব্দবন্ধটি বোঝায় যে, এই জগতকে গভীরভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও গোপীদের বিলাপ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

যেন—যার দ্বারা (মন); **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **অর্থান্**—বিষয়ের উপর; **ধ্যায়েত**—কেউ ধ্যান করে; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্বপ্নবৎ**—একটি স্বপ্নের মতো; **উত্থিতঃ**—ঘুম থেকে জাগ্রত হয়; **তৎ**—সেই (মন); **নিরুন্ধ্যাৎ**—নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **বিনিদ্রঃ**—নিদ্রাহীন (সজাগ); **প্রত্যপদ্যত**—তারা প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ঘুম থেকে উঠে মানুষ যেমন অনবরত কোনও স্বপ্নের চিন্তা করতে থাকে, সেই স্বপ্ন মায়াময় হতেও পারে—ঠিক তেমনই মনের ক্রিয়াকলাপের ফলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়াদি নিয়েই ধ্যান করে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলি তা ভোগ করতে পারে। তাই, এবিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত।

তাৎপর্য

প্রতিপদ ক্রিয়াপদটির অর্থ—'উপলব্ধি হওয়া কিংবা পুনরুদ্ধার করা'। আত্মা সর্বদাই বিনিদ্র, তাই জাগতিক চেতনার স্বপ্নবৎ অবস্থা থেকে আত্মা মুক্ত থাকে, ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে তার চিরন্তন মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে শুদ্ধ চেতনার মাধ্যমে উপলব্ধি তথা পুনরুদ্ধার করা যায়।

শ্লোক ৩৩

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্ ।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ—এই প্রাপ্ত হয়ে; **অন্তঃ**—এর সিদ্ধান্ত রূপে; **সমাম্নায়ঃ**—সমগ্র বৈদিক সাহিত্য; **যোগঃ**—যোগের যথাযথ পন্থা; **সাঙ্খ্যম্**—সাংখ্য ধ্যানের পন্থা, যার দ্বারা মানুষ জড়সত্তা এবং চিন্ময় সত্তার মধ্যে পার্থক্য বিচার করার শিক্ষা গ্রহণ করে; **মনীষিণাম্**—বুদ্ধিমানদের; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **সত্যম্**—এবং সততা; **সমুদ্র-অন্তাঃ**—সমুদ্রের অভিমুখী; **ইব**—ন্যায়; **আপ-গাঃ**—নদীগুলি।

অনুবাদ

সমস্ত নদীর পরম গন্তব্য যেমন সমুদ্র, তেমনই মনীষীদের মতে, সমস্ত বেদশাস্ত্রাদি এবং সর্বপ্রকার যোগাভ্যাস, সাংখ্য চর্চা, সন্ন্যাস জীবন, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন ও সততা অনুশীলনের এটাই চরম নিষ্পত্তি।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীভগবান বলছেন, শেষ পর্যন্ত মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে আত্মাকে নিয়ে আসা এবং সেগুলিকে অপ্রাকৃত চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির পর্যায়ে নিয়োজিত করাই সকল বৈদিক সাহিত্যের লক্ষ্য। অবাধে ইন্দ্রিয় উপভোগের মাঝে সম্পৃক্ত যোগাভ্যাস—অতীন্দ্রিয় চর্চা, অথবা ধর্মানুশীলন বলতে যা বোঝায়, তা বাস্তবিকই পারমার্থিক পন্থা নয়, বরং মূর্খ মানুষেরা যাতে পশুর মতো তাদের ঘৃণ্য আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সুযোগ পায়, তারই সহজ উপায় মাত্র।

ভগবান কৃষ্ণ এখানে গোপীদের আশ্বাস প্রদান করছেন যে, তাঁদের মন আত্ম উপলব্ধিতে স্থির করার মাধ্যমে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে পারমার্থিক একাত্মতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এইভাবে তাঁরা আর বিরহ-বেদনা ভোগ করবেন না।

শ্লোক ৩৪

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্ ।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥ ৩৪ ॥

যৎ—সত্য এই যে; **তু**—যদিও; **অহম্**—আমি; **ভবতীনাম্**—তোমাদের থেকে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **দূরে**—দূরে; **বর্তে**—রয়েছি; **প্রিয়ঃ**—যাদের আমি প্রিয়; **দৃশাম্**—চক্ষুদ্বয়ের; **মনসঃ**—মনের; **সন্নিকর্ষ**—আকর্ষণের; **অর্থম্**—জন্য; **মৎ**—আমার উপর; **অনুধ্যান**—আপনাদের ধ্যানের জন্য; **কাম্যয়া**—আমার আকাঙ্ক্ষা বশত।

অনুবাদ

কেন আমি তোমাদের দৃষ্টিপথের পরম প্রিয় বিষয় হয়ে তোমাদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়েছি, তার প্রকৃত কারণ আমার প্রতি তোমাদের মনঃসংযোগ আরও তীব্র করতে চাই এবং এইভাবে তোমাদের মন আমার আরও কাছে আকর্ষণ করতে চাই।

তাৎপর্য

যা আমাদের চোখের কাছেই থাকে, তা কখনও-বা আমাদের প্রাণ-মন থেকে দূরেই থাকে, এবং অন্যভাবে, কোনও কিছুর অনুপস্থিতি তার প্রতি হৃদয়ের আকুলতা বৃদ্ধিই করে। আপাতদৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলেও তিনি চিন্ময় স্তরে তাঁদের আরও কাছেই নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে ।
স্ত্রীণাং চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥ ৩৫ ॥

যথা—যেমন; **দূর-চরে**—বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায়; **প্রেষ্ঠে**—প্রিয়তম; **মনঃ**—মন; **আবিশ্য**—আবিষ্ট হয়ে; **বর্ততে**—থাকে; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণের; **চ**—এবং; **ন**—না; **তথা**—অতএব; **চেতঃ**—তাদের মন; **সন্নিকৃষ্টে**—যখন সে কাছে; **অক্ষি-গোচরে**—তাদের চোখের সামনে উপস্থিত।

অনুবাদ

যখন প্রিয়তম অনেক দূরে থাকে, তখন নারী তাকে সামনে উপস্থিত থাকার চেয়েও বেশি চিন্তা করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই একই কথা পুরুষের ক্ষেত্রেও সত্য যে, প্রিয়তমা যখন পুরুষের চোখের সামনে থাকে, সেই সময়ের চেয়েও, যখন সে দূরে থাকে, তখনই তার চিন্তায় সে বেশি মগ্ন হয়।

শ্লোক ৩৬

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

ময়ি—আমাতে; **আবেশ্য**—মগ্ন করে; **মনঃ**—তোমাদের মন; **কৃৎস্নম্**—যাবতীয়; **বিমুক্ত**—পরিত্যাগ করে; **অশেষ**—সকল; **বৃত্তি**—তার (জাগতিক) কার্যাবলী; **যৎ**—কারণ; **অনুস্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে; **মাম্**—আমাকে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **অচিরাৎ**—শীঘ্রই; **মাম্**—আমাকে; **উপৈষ্যথ**—তোমরা প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

যেহেতু তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন এবং অন্য সকল বিষয় হতে মুক্ত হয়ে তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ করছ, তাই অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আবার আমাকে লাভ করবে।

শ্লোক ৩৭

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া ॥ ৩৭ ॥

যাঃ—যে নারীগণ; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **ক্রীড়তা**—ক্রীড়ারত ছিল; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **বনে**—বনের মধ্যে; **অস্মিন্**—এই; **ব্রজে**—ব্রজের গ্রামে; **আস্থিতাঃ**—থেকেও; **অলব্ধ**—প্রাপ্ত হয়নি; **রাসাঃ**—রাস নৃত্য; **কল্যাণ্যঃ**—ভাগ্যবতী; **মা**—আমাকে; **আপুঃ**—তারা প্রাপ্ত হয়েছে; **মৎ-বীর্য**—আমার শৌর্যশালী লীলাসমূহ; **চিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও কয়েকজন গোপীকে ব্রজে থাকতে হয়েছিল আর তাই রাত্রিতে অরণ্যে আমার সঙ্গে রাসনৃত্য ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবতী। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমার শৌর্যশালী লীলাগুলি স্মরণের মাধ্যমেই আমাকে লাভ করেছিল।

শ্লোক ৩৮

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ ।
তা ঊচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এই প্রকার; **প্রিয়তম**—তাঁদের প্রিয়তমের (কৃষ্ণের) দেওয়া; **আদিষ্টম্**—আদেশ; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ব্রজ-যোষিতঃ**—ব্রজের রমণীরা; **তাঃ**—তাঁরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **উদ্ধবম্**—উদ্ধবের প্রতি; **প্রীতাঃ**—প্রীত হলেন; **তৎ**—সেই; **সন্দেশ**—বার্তা; **আগত**—ফিরে পেয়ে; **স্মৃতীঃ**—তাঁদের স্মৃতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রজের রমণীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কাছ থেকে এই বার্তা শ্রবণ করে প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি তাঁদের স্মৃতি জাগরূক করলে, তাঁরা উদ্ধবকে উদ্দেশ করে বললেন।

শ্লোক ৩৯

গোপ্য ঊচুঃ

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধসর্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা ॥ ৩৯ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীরা বললেন; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **অহিতঃ**—শত্রু; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **কংসঃ**—রাজা কংস; **যদূনাম্**—যদুগণের জন্য; **স-অনুগঃ**—তাদের অনুগামীগণ সহ একত্রে; **অঘ**—পীড়ার; **কৃৎ**—কারণ; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **আপ্তৈঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে; **লব্ধ**—যারা লাভ করেছে; **সর্ব**—সর্ব; **অর্থৈঃ**—তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি; **কুশলী**—কুশলে; **আস্তে**—বাস করছেন; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অধুনা**—বর্তমানে।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—এটা অত্যন্ত শুভ যে, যদুগণের নির্যাতনকারী এবং শত্রু কংস, তার অনুগামী সহ এখন নিহত হয়েছে। আর এটিও অত্যন্ত শুভ যে, ভগবান অচ্যুত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আপ্তকাম বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কুশলে বাস করছেন।

শ্লোক ৪০

কচ্চিদ্ গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরযোষিতাম্ ।
প্রীতিং ন স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চিতঃ ॥ ৪০ ॥

কচ্চিৎ—মনে হয়; **গদ-অগ্রজঃ**—কৃষ্ণ, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **সৌম্য**—হে সৌম্য (উদ্ধব); **করোতি**—প্রদান করছেন; **পুর**—নগরীর; **যোষিতাম্**—রমণীগণের জন্য;

প্রীতিম্—প্রীতি; **নঃ**—যা আমাদের; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **সব্রীড়**—এবং সলজ্জ; **হাস**—হাস্য সহ; **উদার**—উদার; **ঈক্ষণ**—তাঁদের দৃষ্টিপাত দ্বারা; **অর্চিতঃ**—অর্চিত।

অনুবাদ

হে সৌম্য উদ্ধব, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি এখন পুর রমণীদের আনন্দ প্রদান করছেন, যে-আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই প্রাপ্য? আমাদের মনে হয় সেই রমণীরা তাঁদের উদার দৃষ্টি দিয়ে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাস্যে তাঁকে অর্চনা করেন।

তাৎপর্য

গদাগ্রজ নামটি দেবরক্ষিতার প্রথম সন্তান গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (অগ্রজ) কৃষ্ণকে নির্দেশ করছে। দেবরক্ষিতা ছিলেন দেবকীর এক ভগিনী, যাঁর সাথেও বসুদেবের বিবাহ হয়েছিল। এইভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধনের দ্বারা গোপীরা ইঙ্গিত করছেন যে, কৃষ্ণ এখন নিজেকে কেবলমাত্র দেবকীর পুত্র বলেই ভাবছেন যার অর্থ এই যে, বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন শিথিল হয়েছে। গভীর প্রেমের ফলেই, গোপীরা এক মুহূর্তও কৃষ্ণের চিন্তা বন্ধ করতে পারতেন না।

শ্লোক ৪১

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাম্ ।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥ ৪১ ॥

কথম্—কিভাবে; **রতি**—দাম্পত্য বিষয়ের; **বিশেষ**—নির্দিষ্ট সকল দিকে; **জ্ঞঃ**—দক্ষ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম; **চ**—এবং; **পুর-যোষিতাম্**—নগরীর রমণীগণের; **ন অনুবধ্যেত**—বাধ্য হবে না; **তৎ**—তাদের দ্বারা; **বাক্যৈঃ**—বাক্য; **বিভ্রমৈঃ**—মোহিত ইঙ্গিতে; **চ**—এবং; **অনুভাজিতঃ**—অবিরত পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার দাম্পত্য বিষয়ে দক্ষ এবং পুর রমণীদের প্রিয়তম। এখন যেহেতু তিনি তাঁদের মোহিত বাক্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা অবিরত বন্দিত হচ্ছেন, তাই কিভাবে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, এই সমস্ত শ্লোকের প্রত্যেকটি এক-একজন বিভিন্ন গোপী বলেছেন।

শ্লোক ৪২

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ ।
গোষ্ঠিমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে ॥ ৪২ ॥

অপি—অধিকন্তু; **স্মরতি**—স্মরণ করেন; **নঃ**—আমাদের; **সাধো**—হে ধর্মপ্রাণ; **গোবিন্দঃ**—কৃষ্ণ; **প্রস্তুতে**—আলোচনায় নিয়ে আসেন; **ক্বচিৎ**—কখনও; **গোষ্ঠি**—সভা; **মধ্যে**—মধ্যে; **পুর-স্ত্রীণাম্**—নগরীর রমণীদের; **গ্রাম্যাঃ**—গ্রাম্য কন্যা; **স্বৈর**—স্বচ্ছন্দে; **কথা**—কথাবার্তা; **অন্তরে**—সময়।

অনুবাদ

হে ধর্মপ্রাণ, পুর রমণীদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার সময় গোবিন্দ কখনও আমাদের স্মরণ করেন কি? তিনি যখন তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলেন, তিনি কখনও আমাদের, গ্রাম্য কন্যাদের উল্লেখ করেন কি?

তাৎপর্য

স্বার্থচিন্তাশূন্য গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমে এমনই অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, তাঁদের নিদারুণ হতাশার মাঝেও তাঁরা কখনও অন্যকে তাঁদের প্রেম প্রদানের কথা নিবেদন করেননি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোপীদের অনুভূতি নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

গোপীরা বলতে পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা পরিত্যাগের যোগ্য বলেই কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। বাস্তবিকই, আমরা জগতের অতীব নগণ্য নারী এবং তাই আনন্দ উপভোগের পর আমাদের বর্জন করা হয়েছে। তবুও, আমাদের কিছু সদ্‌গুণের জন্য অথবা আমাদের কোন ভুল করার জন্যও আমরা কি কখনও তাঁর স্মরণে আসতে পারি? কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুর রমণীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলছেন। তিনি এবং তাঁরা নিশ্চয়ই গান, কৌতুক, ধাঁধা বানানো এবং কত কিছু সম্বন্ধে কথা বলছেন। কৃষ্ণ কি কখনও বলেন, "আমার প্রিয় পুর রমণীরা, আমার গ্রামের বাড়ির গোপীদের কাছে তোমাদের এই কৃত্রিম গান ও বাক্য অজ্ঞাত। তারা এই সমস্ত জিনিস বুঝতে পারবে না।' তিনি কি কখনও এইভাবে আমাদের সম্বন্ধে কথা বলেন?"

শ্লোক ৪৩

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভির্
বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে ।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যাম্
অস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ৪৩ ॥

তাঃ—সেইসব; **কিম্**—কি; **নিশাঃ**—রাত্রিসমূহ; **স্মরতি**—তিনি স্মরণ করেন; **যাসু**—যে সকল; **তদা**—তখন; **প্রিয়াভিঃ**—তাঁর প্রিয়তমা সখীদের সঙ্গে; **বৃন্দাবনে**—বৃন্দাবন অরণ্যে; **কুমুদ**—পদ্মফুলের জন্য; **কুন্দ**—এবং কুন্দ; **শশাঙ্ক**—এবং চন্দ্রের

জন্য; **রম্যে**—আকর্ষণীয়; **রেমে**—তিনি উপভোগ করলেন; **ক্বণৎ**—নিনাদিত; **চরণ-নূপুর**—(যেখানে) পায়ের নূপুর; **রাস-গোষ্ঠ্যাম্**—রাসনৃত্যের সভায়; **অস্মাভিঃ**—আমাদের সঙ্গে; **ঈড়িত**—স্তব করেছিলাম; **মনোজ্ঞ**—মধুর; **কথঃ**—যার বিষয় সম্বন্ধে; **কদাচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

কুমুদ, কুন্দ ও উজ্জ্বল চন্দ্রে শোভিত বৃন্দাবন অরণ্যের সেই রাত্রিগুলি তিনি মনে করেন কি? তাঁর প্রিয়তমা সখীগণ, আমরা যখন তাঁর মধুর মহিমা স্তব করেছিলাম, চরণের নূপুরের সঙ্গীতে নিনাদিত রাসনৃত্যের মণ্ডলীর মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক বিষয়ে নিম্নোক্ত গভীর উপলব্ধি প্রদান করেছেন—"গোপীরা জানতেন যে, বৃন্দাবনের মতো এত সুন্দর স্থান আর হতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও বৃন্দাবন অরণ্যের মতো এমন একটি মধুর দৃশ্য কেউ খুঁজে পাবে না, যা শুদ্ধ ফুলের গন্ধে সুরভিত এবং পবিত্র যমুনা নদীর শান্ত তরঙ্গে প্রতিফলিত পূর্ণচন্দ্রের আলোয় আলোকিত। কেউই কৃষ্ণকে গোপীদের মতো ভালবাসে না, আর তাই কেউই তাঁকে তাঁদের মতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদন করেন যা কেবল তাঁরাই শুদ্ধভাবে করতে পারেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহীন ও তাঁদের সেবা বিহীন হয়ে আছেন, একথা ভাবতে গোপীরা উন্মাদপ্রায় হয়েছিলেন। সকল জড় কামনা থেকে মুক্ত তাঁরা হতাশায় অভিভূত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবা দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করতে পারছিলেন না। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না—কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে তাঁদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতেন, তেমন আনন্দ অন্য কোথাও তিনি উপভোগ করতে পারছেন।

শ্লোক ৪৪

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা ।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অপি—কি; **এষ্যতি**—তিনি আগমন করবেন; **ইহ**—এখানে; **দাশার্হঃ**—দশার্হের বংশধর কৃষ্ণ; **তপ্তাঃ**—যারা সন্তপ্ত; **স্ব-কৃতয়া**—তাঁর আপন কর্ম দ্বারা; **শুচা**—শোকের; **সঞ্জীবয়ন্**—সঞ্জীবিত করতে; **নু**—সম্ভবত; **নঃ**—আমাদের; **গাত্রৈঃ**—তাঁর অঙ্গের (স্পর্শের) দ্বারা; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **বনম্**—বন; **অম্বুদৈঃ**—মেঘ দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁরই জন্য যারা এখন সন্তপ্ত, তাঁরই অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে তাদের সঞ্জীবিত করতে দশার্হ বংশের সেই পুরুষ এখানে ফিরে আসবেন কি? যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সজল মেঘরাশি দিয়ে অরণ্যকে সঞ্জীবিত করেন, তিনি কি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করবেন?

শ্লোক ৪৫

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

কস্মাৎ—কেন; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; ইহ—এখানে; আয়াতি—আসবেন; প্রাপ্ত—প্রাপ্ত হয়ে; রাজ্যঃ—রাজ্য; হত—নিহত হওয়ায়; অহিতঃ—তাঁর শত্রুসকল; নর-ইন্দ্র—রাজার; কন্যাঃ—কন্যা; উদ্বাহ্য—বিবাহ করার পর; প্রীতঃ—প্রীত; সর্ব—সকলের দ্বারা; সুহৃৎ—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; বৃতঃ—বেষ্টিত।

অনুবাদ

কিন্তু তাঁর শত্রুদের নিহত করে রাজ্য জয় করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহ করার পর কৃষ্ণ কেন এখানে আসবেন? তিনি সেখানে তাঁর সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তুষ্ট রয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

কিম্—কি; অস্মাভিঃ—আমাদের সঙ্গে; বন—বন; ওকোভিঃ—যাদের বাসভূমি; অন্যাভিঃ—অন্য রমণীদের দ্বারা; বা—বা; মহা-আত্মনঃ—পরমোন্নত ব্যক্তিত্ব (কৃষ্ণ); শ্রী—লক্ষ্মীদেবীর; পতেঃ—পতির জন্য; আপ্ত-কামস্য—যার আকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যে পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয়েছে; ক্রিয়েত—সিদ্ধ হতে পারে; অর্থঃ—উদ্দেশ্য; কৃত-আত্মনঃ—যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁর জন্য।

অনুবাদ

মহাত্মা কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর অধীশ্বর এবং তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেন, আপনা থেকেই তা অর্জন করেন। তিনি যখন ইতিমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন কিভাবে আমরা বনবাসীরা বা অন্য রমণীরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারি?

তাৎপর্য

কৃষ্ণ মথুরায় পুর রমণীগণের সঙ্গ করছিলেন বলে গোপীরা যদিও শোক করছিলেন, তবু এখন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান রূপে, তাঁর কোন রমণীর প্রয়োজন নেই। তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতঃ তাঁর স্নেহের ভক্তবৃন্দকে তিনি তাঁর সঙ্গ প্রদান করেন।

শ্লোক ৪৭

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥ ৪৭ ॥

পরম্—পরম; **সৌখ্যম্**—সুখ; **হি**—বস্তুত; **নৈরাশ্যম্**—নৈরাশ্য; **স্বৈরিণী**—স্বৈরিণী; **অপি**—যদিও; **আহ**—উল্লেখ করেছে; **পিঙ্গলা**—বারনারী পিঙ্গলা; **তৎ**—সেই সম্পর্কে; **জানতিনাম্**—যে সচেতন; **নঃ**—আমাদের জন্য; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ কেন্দ্রিক; **তথা অপি**—তথাপি; **আশা**—আশা; **দুরত্যয়া**—দুস্ত্যজ্য।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলাও ঘোষণা করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আশা ত্যাগ করাই পরম সুখের। আমরা তা জানা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আমাদের আশা ত্যাগ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

পিঙ্গলার কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৮

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্ ।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

কঃ—কে; **উৎসহেত**—সইতে পারে; **সন্ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করা; **উত্তমঃ-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সংবিদম্**—অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ; **অনিচ্ছতঃ**—ইচ্ছা করে না; **অপি**—যদিও; **যস্য**—যাঁর; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অঙ্গাৎ**—দেহ; **ন চ্যবতে**—বিচ্যুত হন না; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

ভগবান উত্তমশ্লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ পরিত্যাগ কে সইতে পারে? তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করলেও, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবানের বক্ষের উপরে তাঁর স্থান থেকে বিচ্যুত হন না।

শ্লোক ৪৯

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে ।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥ ৪৯ ॥

সরিৎ—নদী; **শৈল**—পর্বত; **বন-উদ্দেশাঃ**—এবং বন প্রদেশ; **গাবঃ**—গোসমূহ; **বেণু-রবাঃ**—বংশী রবে; **ইমে**—এই সকল; **সঙ্কর্ষণ**—শ্রীবলরাম; **সহায়েন**—যাঁর সঙ্গে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণ দ্বারা; **আচরিতাঃ**—ব্যবহৃত; **প্রভো**—হে প্রভু (উদ্ধব)।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, কৃষ্ণ যখন এখানে সঙ্কর্ষণের সাহচর্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সমস্ত নদী, পর্বত, বন, গবাদি এবং বংশী ধ্বনি উপভোগ করতেন।

শ্লোক ৫০

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত ।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ ॥ ৫০ ॥

পুনঃ পুনঃ—বারে বারে; **স্মারয়ন্তি**—তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে; **নন্দ-গোপ-সুতম্**—গোপরাজ নন্দের পুত্রের; **বত**—নিশ্চিতরূপে; **শ্রী**—দিব্য; **নিকেতৈঃ**—চিহ্নযুক্ত; **তৎ**—তাঁর; **পদকৈঃ**—পদচিহ্নের জন্য; **বিস্মর্তুম্**—বিস্মৃত হতে; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **শক্নুমঃ**—আমরা সমর্থ।

অনুবাদ

এই সমস্ত কিছুই নিরন্তর আমাদের নন্দের পুত্রের কথা মনে করায়। বাস্তবিকই, আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লক্ষণাদিসহ পদচিহ্ন দর্শন করি, তাই তাঁকে কখনও ভুলতে পারি না।

শ্লোক ৫১

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥ ৫১ ॥

গত্যা—তাঁর গমনভঙ্গি দ্বারা; **ললিতয়া**—মধুর; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্য; **লীলা**—লীলা; **অবলোকনৈঃ**—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **মাধ্ব্যা**—মধুময়; **গিরা**—তাঁর বাক্যের দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত হয়েছি; **ধিয়ঃ**—যার হৃদয়; **কথম্**—কিভাবে; **তম্**—তাঁর; **বিস্মরাম**—আমরা ভুলতে পারি; **হে**—হে (উদ্ধব)।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, তাঁর মধুর গমনভঙ্গি, তাঁর উদার হাস্য ও লীলাময় দৃষ্টিপাত এবং তাঁর মধুময় বাক্যের দ্বারা যখন আমাদের হৃদয় অপহৃত হয়ে রয়েছে, তখন আমরা কিভাবে তাঁকে ভুলতে পারি?

শ্লোক ৫২

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন ।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ ॥ ৫২ ॥

হে নাথ—হে প্রভু; **হে রমানাথ**—হে লক্ষ্মীদেবীর প্রভু; **ব্রজনাথ**—হে ব্রজের প্রভু; **আর্তি**—দুঃখের; **নাশন**—হে বিনাশকারী, **মগ্নম্**—মগ্ন; **উদ্ধর**—উদ্ধার করুন; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **গোকুলম্**—গোকুল; **বৃজিন**—দুঃখের; **অর্ণবাৎ**—সাগর হতে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ! হে সকল দুঃখ বিনাশন, গোবিন্দ, দয়া করে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন আপনার গোকুলকে উদ্ধার করুন!

তাৎপর্য

এই দৃশ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত অন্তর্দৃষ্টির উপস্থাপন করছেন—কেউ হয়ত গোপীদের কাছে প্রস্তাব করেছিল, "কেন তোমরা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছ না? বৃন্দাবন ত্যাগ কর, আর তা হলে তোমাদের এইসব নদী, পাহাড়, এবং বন দর্শন করতে হবে না। তোমাদের বস্ত্র দিয়ে তোমাদের দু'চোখ ঢেকে নাও, তোমাদের মন অন্য কোন ভাবনায় চালিত করতে তোমাদের বুদ্ধিকে ব্যবহার কর, এবং এইভাবে কৃষ্ণকে ভুলে যাও।" গোপীরা পূর্ববর্তী শ্লোকে এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেছেন, "আমরা আর আমাদের বুদ্ধির অধিকারী নই, কারণ কৃষ্ণ তাঁর পরম সৌন্দর্য ও মাধুর্য দিয়ে তা হরণ করেছেন"।

এখন বর্তমান শ্লোকে গোপীদের অনুভূতিগুলি এমনই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, তাঁরা উদ্ধবকে উপেক্ষা করে, মথুরার দিকে ঘুরে, বিনীতভাবে রোদন করতে করতে স্বয়ং কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কথা বললেন। তাঁরা কৃষ্ণকে ব্রজনাথরূপে সম্বোধন করলেন, কারণ অতীতে শিশু কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য অনেক অচিন্তনীয় লীলাসমূহ সম্পাদন করেছেন, যেমন গিরি গোবর্ধন উত্তোলন এবং বহু ভয়ঙ্কর অসুরের সংহার। এই হৃদয়বিদারক শ্লোকে গোপীরা, সেই অপূর্ব, মধুর সম্পর্ক যা তাঁরা একসময় নিরীহ গ্রামবাসীরূপে একত্রে উপভোগ করেছিলেন, সেইগুলি

কৃষ্ণকে মনে করানোর জন্য ক্রন্দন করছেন। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ স্নেহভরে তাঁর পিতার গাভীগুলির যত্ন নিতেন এবং তাঁকে সেইসব কর্তব্য স্মরণ করানোর জন্য এবং তিনি যাতে ফিরে এসে সেইসব আবার আরম্ভ করেন, গোপীরা সেজন্য তাঁর কাছে নিবেদন করছেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীশুক উবাচ

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ ।
উদ্ধবং পূজয়াং চক্রুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তখন; **তাঃ**—তাঁরা; **কৃষ্ণ-সন্দেশৈঃ**—কৃষ্ণের বার্তা দ্বারা; **ব্যপেত**—দূরীভূত করলেন; **বিরহ**—তাঁদের বিচ্ছেদের; **জ্বরাঃ**—জ্বর; **উদ্ধবম্**—উদ্ধব; **পূজয়াম্ চক্রুঃ**—পূজা করেছিলেন; **জ্ঞাত্বা**—তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অধোক্ষজম্**—ভগবানরূপে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁদের বিরহের জ্বর দূরীভূত করার পরে, গোপীরা অতঃপর উদ্ধবকে তাঁদের ভগবান, কৃষ্ণের থেকে অভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁর পূজা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *জ্ঞাত্বাত্মানম্ অধোক্ষজম্* কথাটি নির্দেশ করে যে, গোপীরা ভগবান কৃষ্ণকে তাঁদের আত্মস্বরূপ মনে করার ফলে, অপ্রাকৃতভাবে তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করলেন।

শ্লোক ৫৪

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ ।
কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥ ৫৪ ॥

উবাস—তিনি বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাসের জন্য; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **বিনুদন্**—দূর করার জন্য; **শুচঃ**—দুঃখ; **কৃষ্ণলীলা**—শ্রীকৃষ্ণের লীলার; **কথাম্**—বিষয়; **গায়ন্**—গান করে; **রময়াম্ আস**—তিনি আনন্দ প্রদান করেছিলেন; **গোকুলম্**—গোকুলে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন করার মাধ্যমে গোপীদের দুঃখ নিরসন করে উদ্ধব সেখানে কয়েকমাস থাকলেন। এইভাবে তিনি গোকুলের সমস্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ বিধান করেছিলেন?

তাৎপর্য

মহান আচার্য জীব গোস্বামী এই বিষয়ে ভাষ্য প্রদান করছেন যে, উদ্ধব তাঁর বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ে কৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা, নন্দ ও যশোদাকে উৎফুল্ল করতে অবশ্যই বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্তয়া ॥ ৫৫ ॥

যাবন্তি—যত; **অহানি**—দিন; **নন্দস্য**—রাজা নন্দের; **ব্রজে**—ব্রজে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের জন্য; **ক্ষণ-প্রায়াণি**—ক্ষণকাল রূপে অতিবাহিত; **আসন্**—তাঁরা ছিলেন; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; **বার্তয়া**—আলোচনার জন্য।

অনুবাদ

নন্দের ব্রজে উদ্ধব যতদিন বাস করেছিলেন, ব্রজবাসীগণের কাছে তা ক্ষণকাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ উদ্ধব সকল সময়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্ ।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

সরিৎ—নদী; **বন**—বন; **গিরি**—পর্বত; **দ্রোণীঃ**—এবং উপত্যকাগুলি; **বীক্ষন্**—দর্শন করে; **কুসুমিতান্**—পুষ্পশোভিত; **দ্রুমান্**—বৃক্ষসকল; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে; **সংস্মারয়ন্**—স্মৃতি সঞ্চারিত করে; **রেমে**—তিনি আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন; **হরি-দাসঃ**—ভগবান হরির দাস; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির সেই দাস ব্রজের নদী, বন, পর্বত, উপত্যকা এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি দর্শন করে, বৃন্দাবনবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে আনন্দ লাভ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে ভ্রমণ করতেন, তখন তিনি ব্রজবাসীদের প্রতিটি স্থানে, প্রধানত নদী, বন, পর্বত এবং উপত্যকায় ভগবান সম্পাদিত লীলাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কৃষ্ণের ব্রজে অধিবাস স্মরণ করাতেন। এইভাবে উদ্ধব স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে পরম চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্ ।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৫৭ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **এবম্**—এরূপ; **আদি**—আরও; **গোপীনাম্**—গোপীদের; **কৃষ্ণ-আবেশ**—কৃষ্ণভাবনায় তাঁদের সামগ্রিক মগ্নতা; **আত্ম**—সঙ্গতিপূর্ণ; **বিক্লবম্**—মানসিক অস্থিরতা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **পরম**—পরম; **প্রীতঃ**—প্রীত; **তাঃ**—তাঁদের প্রতি; **নমস্যন্**—নমস্কার করে; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে গোপীদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নিমগ্নতার ফলে অস্থিরতা দর্শন করে উদ্ধব বিশেষ প্রীত হলেন। তাঁদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এইভাবে গান করলেন।

তাৎপর্য

বিক্লব, অর্থাৎ 'মানসিক অস্থিরতা' বলতে এখানে সাধারণ জাগতিক দুর্দশার সঙ্গে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ধব পরম প্রীত ছিলেন এবং তিনি এইভাবে অনুভব করেছিলেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, গোপীরা প্রেমময়ীভাবের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। উদ্ধব দ্বারকার রাজসভার সম্মানিত সদস্য এবং বিশ্ব রাজনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তবুও তিনি মহিমান্বিত গোপীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পারমার্থিক ব্যগ্রতা অনুভব করেছিলেন, তবে আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা বৃন্দাবন নামে গ্রামের সামান্য গোপকন্যা মাত্র ছিলেন। তাই, তাঁর অনুভূতি বর্ণনা করার জন্য উদ্ধব পরবর্তী শ্লোকগুলি গেয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন প্রতিদিনই তিনি এই শ্লোকগুলি গাইতেন।

শ্লোক ৫৮

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ৫৮ ॥

এতাঃ—এই সকল রমণীরা; **পরম্**—একা; **তনু**—তাঁদের দেহগুলি; **ভৃতঃ**—সার্থকরূপে পালন করেছে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **গোপ-বধ্বঃ**—গোপীরা; **গোবিন্দে**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **এব**—কেবলমাত্র; **নিখিল**—নিখিল; **আত্মনি**—আত্মা; **রূঢ়**—পূর্ণতাপ্রাপ্ত; **ভাবাঃ**—প্রেমময়ী আকর্ষণে; **বাঞ্ছন্তি**—তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন; **যৎ**—যে; **ভব**—জড় অস্তিত্ব; **ভিয়ঃ**—যারা ভীত; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **কিম্**—কি হবে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মা রূপে; **জন্মভিঃ**—জন্ম নিয়ে; **অনন্ত**—অনন্ত; **কথা**—কথায়; **রসস্য**—যাঁর অনুরাগ রয়েছে।

অনুবাদ

[উদ্ধব গাইলেন—] পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে এই গোপীরা বাস্তবিকই তাঁদের দেহরূপী জীবন সার্থক করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান গোবিন্দের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। যারা জড় অস্তিত্বে ভীত সন্ত্রস্ত, তারা ছাড়াও মহান মুনিগণ এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে গোপীদের মতো শুদ্ধ প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা হয়ে থাকে। যাঁরা অনন্ত সত্তাময় ভগবানের লীলাবর্ণনার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে জন্ম কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে জন্মেরই বা কি প্রয়োজন থাকে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এখানে *ব্রহ্মজন্মভিঃ* অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ জন্ম' বলতে ত্রিবিধ জন্মের কথা বলা হয়েছে, (১) শৌক্র (পিতার শৌক্রজাত জন্ম) (২) সাবিত্র (উপবীত ধারণের মাধ্যমে জন্ম) এবং (৩) যাজ্ঞিক (যজ্ঞের মাধ্যমে দীক্ষাগ্রহণ করে জন্ম)। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে এই সমস্ত জন্মের তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীউদ্ধব, যিনি এই শ্লোক বলছেন, তিনি শুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উন্নত ভাবসম্পন্ন সেই গোপীদের তুলনায় তিনি এই ব্রাহ্মণ অবস্থানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৫৯

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্
ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

ক্ব—তুলনামূলকভাবে কোথায়; **ইমাঃ**—এই সকল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **বন**—বনে; **চরীঃ**—যাঁরা বিচরণ করেন; **ব্যভিচার**—ব্যভিচার; **দুষ্টাঃ**—দোষগ্রস্তা; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **ক্ব চ**—এবং কোথায়; **এষঃ**—এই; **পরম-আত্মনি**—পরমাত্মার জন্য; **রূঢ়-ভাবঃ**—শুদ্ধ প্রেমের স্তর (মহাভাব নামে পরিচিত); **ননু**—নিশ্চয়ই; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুভজতঃ**—যিনি সর্বদা তাঁকে ভজন করেন; **অবিদুষঃ**—অজ্ঞ; **অপি**—যদিও; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **শ্রেয়ঃ**—পরম মঙ্গল; **তনোতি**—প্রদান করে; **অগদ**—ঔষধের; **রাজঃ**—রাজা (প্রধানত, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য দেবতারা যে অমৃত পান করেন); **ইব**—যেন; **উপযুক্তঃ**—সেবিত।

অনুবাদ

কতখানি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই সমস্ত বনচারী, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট মনে হওয়া, সাধারণ রমণীরা পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন! তা হলেও, এ কথা সত্যি যে, ভগবান স্বয়ং তাঁর অজ্ঞ পূজারীকেও আশীর্বাদ করেন, যেমন উত্তম ঔষধের উপাদানগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ না জেনে গ্রহণ করলেও, তা ফলপ্রসু হয়।

তাৎপর্য

প্রথম দুটি পংক্তিতে ক্ব শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টতই বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য বোঝায়। যেমন—এক্ষেত্রে প্রথম পংক্তিতে উল্লিখিত গোপীদের আপাত তাৎপর্যহীন, এমনকি অশুদ্ধ মর্যাদা, এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লিখিত তাঁদের জীবনের পরম পূর্ণতা অর্জন। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিন ধরনের ব্যভিচারী রমণীর বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রকার রমণীরা তাঁদের পতি এবং প্রিয়তম কারোর প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে, দুজনকেই উপভোগ করে। সাধারণ সমাজ এবং শাস্ত্র উভয়েই এই আচরণের নিন্দা করে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যভিচারী রমণী কেবলমাত্র তার প্রিয়তমকে উপভোগ করার জন্য তাঁর পতিকে পরিত্যাগ করে। সমাজ ও শাস্ত্র এই ধরনের আচরণেরও নিন্দা করে যদিও এই ধরনের পতিতা নারীর ক্ষেত্রে, বলা যেতে পারে অন্তত একজন পুরুষের কাছে নিজেকে উৎসর্গ

করার সদ্‌গুণ রয়েছে। শেষ প্রকারের ব্যভিচারী রমণী তার পতিকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয়তমা হওয়ার মনোভাবই উপভোগ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যদিও মূর্খ সাধারণ মানুষেরা এই অবস্থাটির সমালোচনা করে, তবে পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞানীরা এই আচরণের প্রশংসা করেন। অতএব, সমাজের বিজ্ঞ সদস্যরা এবং দিব্য শাস্ত্রাদি ভগবানের প্রতি এই ধরনের অনন্যমনা ভক্তির প্রশংসা করেন। এমনই ছিল গোপীদের আচরণ। তাই *ব্যভিচার-দুষ্টাঃ* অর্থাৎ, 'ভ্রষ্টাচারে কলুষিত' শব্দটি গোপীদের আচরণ ও সাধারণ ব্যভিচারী রমণীর আচরণের মধ্যে আপাত সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ৬০

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লভীনাম্ ॥ ৬০ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **অঙ্গে**—বক্ষে; **উ**—হায়; **নিতান্ত-রতেঃ**—যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গরূপে সম্পর্কিত; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ; **স্বঃ**—স্বর্গের; **যোষিতাম্**—রমণীগণ; **নলিন**—পদ্মফুলের; **গন্ধ**—সৌরভ বিশিষ্ট; **রুচাম্**—এবং কান্তি; **কুতঃ**—অত্যন্ত কম; **অন্যাঃ**—অন্যেরা; **রাস-উৎসবে**—রাস নৃত্যের উৎসবে; **অস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **ভুজ-দণ্ড**—দুই বাহু দিয়ে; **গৃহীত**—আলিঙ্গিতা হয়ে; **কণ্ঠ**—তাঁদের কণ্ঠ সকল; **লব্ধ-আশিষাম্**—যাঁরা এমন আশীর্বাদ লাভ করেছেন; **যঃ**—যা; **উদগাৎ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **ব্রজ-বল্লভীনাম্**—বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত কন্যা, সুন্দরী গোপীদের।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন গোপীরা ভগবানের দুই বাহুতে আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বা চিন্ময় জগতের অন্যান্য স্ত্রীগণকেও এই অপ্রাকৃত অনুগ্রহ কখনও প্রদান করা হয়নি। এমনকি পদ্মসদৃশ দেহসৌরভ ও কান্তি বিশিষ্ট স্বর্গের অপ্সরাগণও এমন ঘটনা কখনও কল্পনাও করেন না। জড় জাগতিক বিচারে অতি সুন্দরী রমণীদের কথা আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির শব্দার্থ এবং অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজি *চৈতন্য-চরিতামৃত* (*মধ্য* ৮/৮০) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং এইভাবেই তিনি সর্বদা সকলের কাছে প্রশংসাভাজন হয়ে থাকেন, এমন কি যখন তাঁর গো-চারণ; বন-ভ্রমণ, বানরদের সঙ্গে ভোজন, দধি চুরি, পরস্ত্রী হরণ ইত্যাদি লোকনিন্দিত কাজও করেন। তেমনই, গোপীরা, যাঁরা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ, তাঁরা লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তাই সাধারণ গোপরমণী হলেও তাঁরা বনের মধ্যে বাস করে এবং অশোভন আচরণের জন্য লোকনিন্দিত হলেও, পরম মহিমান্বিত নারীরূপে বিশ্ববন্দিত হয়ে রয়েছেন।

শ্লোক ৬১

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

আসাম্—গোপিকাদের; **অহো**—আহা; **চরণ-রেণু**—পাদপদ্মের ধূলি; **জুষাম্**—সমর্পিত; **অহম্ স্যাম্**—আমি যেন হতে পারি; **বৃন্দাবনে**—বৃন্দাবনে; **কিম্ অপি**—যে সমস্ত; **গুল্ম-লতা-ওষধীনাম্**—গুল্ম, লতা ও ঔষধি বৃক্ষের মধ্যে; **যা**—যারা; **দুস্ত্যজম্**—পরিত্যাগ করা অতীব কষ্টকর; **স্ব-জনম্**—পরিজনবর্গ; **আর্য-পথম্**—চারিত্রিক পথ; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভেজুঃ**—পূজিত; **মুকুন্দ-পদবীম্**—মুকুন্দ বা কৃষ্ণের পাদপদ্ম; **শ্রুতিভিঃ**—শ্রুতির দ্বারা; **বিমৃগ্যাম্**—অন্বেষণ করা হয়।

অনুবাদ

মুকুন্দ বা কৃষ্ণ যাঁকে বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অন্বেষণ করা হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, ব্রজের গোপিকারা তাঁদের পতি, পুত্র ও পরিবার পরিজনকে—যাঁদের ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের চারিত্রিক জীবনধারাও পরিত্যাগ করেছেন। আহা! কবে আমার সেই ভাগ্য হবে, যেদিন আমি বৃন্দাবনে গুল্ম, লতা ও ঔষধি বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব এবং গোপিকারা তাদের পদদলিত করে তাদের পদধূলির কৃপা লাভে ধন্য করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজি *চৈতন্য-চরিতামৃত* (অন্ত্যলীলা ৭/৪৭) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্ধব এখানে নম্রতার সঠিক বৈষ্ণব মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। তিনি গোপীদের সমান প্রেমের উন্নত স্তর লাভ করতে চাননি, বরং বৃন্দাবনে লতা বা গুল্ম রূপে জন্ম গ্রহণ করতে চেয়েছেন যাতে যখন তাঁরা তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন, তিনি তখন তাঁদের পদধূলি লাভ করবেন এবং এইভাবে মহিমান্বিত হবেন। লজ্জাশীলা গোপীরা উদ্ধবের মতো মহান ব্যক্তিত্বকে কিছুতেই এমন (তাঁদের পদধূলি প্রদানের) আশীর্বাদ প্রদান করতে সম্মত হতেন না, তাই তিনি চাতুর্যের সঙ্গে বৃন্দাবনের লতা-গুল্ম রূপে জন্মলাভের দ্বারা সেই কৃপা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৬২

যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্
যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতঃ চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥ ৬২ ॥

যাঃ—যে (গোপীগণ); **বৈ**—বস্তুত; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **অর্চিতম্**—পূজিত; **অজ**—জন্মরহিত ব্রহ্মা দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য দেবতারা; **আপ্ত-কামৈঃ**—যিনি সকল কামনা বাসনার আস্বাদন করেছেন; **যোগেশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বর; **অপি**—যদিও; **যৎ**—যে; **আত্মনি**—মনের; **রাস**—রাস নৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—গোষ্ঠীতে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **তৎ**—সেই; **ভগবতাঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্ম; **ন্যস্তম্**—স্থাপন করেন; **স্তনেষু**—তাঁদের স্তনে; **বিজহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **তাপম্**—তাঁদের সন্তাপ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা ও সকল যোগেশ্বর দেবতাগণসহ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাঁর হৃদয়ে কেবল কৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চনা করতে পারেন। কিন্তু রাস নৃত্যের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ এইসকল গোপীদের স্তনে তাঁর চরণ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পাদদ্বয় আলিঙ্গন করে গোপীরা সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **নন্দ-ব্রজ**—নন্দ মহারাজের ব্রজের; **স্ত্রীণাম্**—রমণীগণের; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **রেণুম্**—ধূলি; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **যাসাম্**—যাঁর; **হরি**—ভগবান কৃষ্ণের; **কথা**—বিষয়ক; **উদ্‌গীতম্**—উচ্চৈস্বরে কীর্তন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

আমি নন্দ মহারাজের ব্রজের রমণীদের পদধূলির নিরন্তর বন্দনা করি। এই গোপীরা যখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তার ধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীউদ্ধব গোপীদের মহিমা প্রতিষ্ঠা করে এখন সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি নিবেদন করছেন। *শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী* গ্রন্থের মতানুসারে, শ্রীউদ্ধব কখনও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাণীদেরও এরকম প্রণতি নিবেদন করেননি।

শ্লোক ৬৪

শ্রীশুক উবাচ
অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **গোপীঃ**—গোপীদের; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **যশোদাম্**—মা যশোদার; **নন্দম্**—রাজা নন্দ; **এব চ**—ও; **গোপান্**—গোপগণের; **আমন্ত্র্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **দাশার্হঃ**—দশার্হের বংশধর, উদ্ধব; **যাস্যন্**—যাত্রার জন্য; **আরুরুহে**—আরোহণ করলেন; **রথম্**—তাঁর রথে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—দশার্হর বংশধর উদ্ধব তারপর নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং গোপীদের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি গ্রহণ করলেন। তিনি সকল গোপদের বিদায় জানালেন এবং যাত্রার জন্য তাঁর রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৬৫

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬৫ ॥

তম্—তিনি (উদ্ধব); **নির্গতম্**—নির্গত হয়ে; **সমাসাদ্য**—অগ্রসর হলে; **নানা**—বিভিন্ন; **উপায়ন**—পূজা উপচার; **পাণয়ঃ**—তাদের হাতে নিয়ে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ এবং অন্যান্যরা; **অনুরাগেণ**—অনুরাগের সঙ্গে; **প্রাবোচন্**—বললেন; **অশ্রু**—অশ্রুযুক্ত; **লোচনাঃ**—তাঁদের নয়নে।

অনুবাদ

উদ্ধব যখন যাত্রা উন্মুখ, তখন নন্দ এবং অন্যান্য সকলে বিভিন্ন পূজার সামগ্রী ধারণ করে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁকে উদ্দেশ করে তাঁরা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, নন্দ এবং গোপগণ লৌকিকতার জন্য উদ্ধবের দিকে অগ্রসর হননি, বরং কৃষ্ণের প্রিয় বন্ধুর জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিবশে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৬

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥ ৬৬ ॥

মনসঃ—মনের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্য; **নঃ**—আমাদের; **স্যুঃ**—হউক; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের; **পাদ-অম্বুজ**—পাদপদ্মের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করুক; **বাচঃ**—আমাদের বাক্য; **অভিধায়িনীঃ**—প্রকাশক; **নাম্নাম্**—তাঁর নামসকল; **কায়ঃ**—আমাদের দেহ; **তৎ**—তাঁকে; **প্রহ্বণ-আদিষু**—প্রণাম ইত্যাদিতে (যুক্ত হোক)।

অনুবাদ

[নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ বললেন—] আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপ যেন সর্বদা কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন তাঁর নাম কীর্তন করে এবং আমাদের দেহ যেন সর্বদা তাঁর প্রতি প্রণত থাকে এবং তাঁর সেবা করে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ না হলেও, তাঁরা কখনই তাঁর প্রতি অমনোযোগী হবেন না। তাঁরা ছিলেন ভগবানের সর্বোচ্চ শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ৬৭

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৭ ॥

কর্মভিঃ—আমাদের কর্মফল দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণানাম্**—ভ্রমণশীল; **যত্র ক্ব অপি**—যেখানেই; **ঈশ্বর**—ভগবানের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়; **মঙ্গল**—মঙ্গল; **আচরিতৈঃ**—কর্মের জন্য; **দানৈঃ**—দানের জন্য; **রতিঃ**—আসক্তি; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **ঈশ্বরে**—ভগবান।

অনুবাদ

আমাদের কর্মফল অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছায় এই জগতের যেখানেই আমরা ভ্রমণ করি, আমাদের শুভ কর্ম ও দান যেন সর্বদা আমাদের কৃষ্ণের জন্য প্রেম প্রদান করে।

শ্লোক ৬৮

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত; **গোপৈঃ**—গোপগণ দ্বারা; **কৃষ্ণ-ভক্ত্যা**—কৃষ্ণের জন্য ভক্তিযুক্ত; **নর-অধিপ**—হে নরাধিপ (পরীক্ষিৎ); **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **পুনঃ**—পুনরায়; **আগচ্ছৎ**—প্রত্যাবর্তন করলেন; **মথুরাম্**—মথুরায়; **কৃষ্ণ-পালিতাম্**—যা কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বললেন—] হে নরাধিপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভক্তির প্রকাশ সহ গোপগণ দ্বারা এইভাবে সম্মানিত হয়ে উদ্ধব তখন কৃষ্ণের সুরক্ষাধীন মথুরা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ-পালিতাম্ কথাটি নির্দেশ করছে যে, উদ্ধব বৃন্দাবনের ভূমির প্রতি যথেষ্ট আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মথুরায় ফিরে গিয়েছিলেন, কারণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর চিন্ময় লীলাসমূহ প্রদর্শন করছিলেন।

শ্লোক ৬৯

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্ ।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **প্রণিপত্য**—প্রণিপাত নিবেদনের পর; **আহ**—তিনি বললেন; **ভক্তি**—শুদ্ধ ভক্তির; **উদ্রেকম্**—প্রাচুর্য; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **বসুদেবায়**—বসুদেবকে; **রামায়**—শ্রীবলরামকে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে (উগ্রসেন); **চ**—এবং; **উপায়নানি**—শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত দ্রব্যাদি; **অদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন।

অনুবাদ

ভূমিষ্ট হয়ে প্রণতি নিবেদনের পর উদ্ধব ব্রজবাসীদের গভীর ভক্তির কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করলেন। উদ্ধব বসুদেব, শ্রীবলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকেও তা বর্ণনা করলেন ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা শ্রদ্ধার্ঘগুলি তাঁদের প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভ্রমর সঙ্গীত' নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।